আর-রিয়া

ভূমিকা

সমস্ত প্রসংসা আল্লাহর (সুবঃ)। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। আমরা তাঁর সাহায্য প্রার্থণা করি। এবং আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রর্থণা করি। এবং আমাদের নফসের খায়েশিয়াত থেকে আমরা আল্লাহর (সুবঃ) কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করছি এবং আমাদের খারাপ আমলগুলো থেকেও। আল্লাহ্ (সুবঃ) যাকে হেদায়াত দান কওে কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না এবং আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ হতে দেন কেউ তাকে হেদায়াত দিতে পারে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ (সুবঃ) ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর শেষ নবী এবং যথার্থ বান্দা।

আল্লাহ্ (সুবঃ) মানবজাতিকে সতর্ক করে কুরআনে বলেছেন–

“” (৩৫ঃ৬)

আল্লাহ্ (সুবঃ) কুরআনে শয়তানের কথা বর্ণনা করেছেন-

“” (৭ঃ১৬-১৭)

যাদেরকে শয়তান বিপথগামী করতে পারবেনা, তাদের ব্যপারে শয়তানের দূর্বলতা আল্লাহ্ (সুবঃ) অন্য এক আয়াতে নির্দেশ করেছেন-

“” (১৫ঃ৩৯-৪০)

যে কোন একটা পথ দিয়ে শয়তান আমাদের কাছে আসে আমাদের আমলগুলো ধ্বংস করার জন্য, আমাদের নিয়ত পরিবর্তন করার মাধ্যমে, যখন আমরা একমাত্র আল্লাহর (সুবঃ) ইবাদত করতে উদ্যত হই- যখন আমরা পরিপূর্ণ করতে চেষ্টা করি আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে। শয়তান মিথ্যা প্ররোচণার মাধ্যমে, ইবাদতের নিমিত্তে তৈরীকৃত নিয়তকে পরিকর্তন করে, সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা ও সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্য সৃষ্টির প্রশংসা পাওয়ার নিমিত্তে। এটাই রিয়া হিসাবে পরিচিত।

যখন আমি আমার নিজের অন্তরে এই রোগের উপস্থিতি অনুভব করি এবং দেখতে পেলাম শয়তান কিভাবে তার প্ররোচণার দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করছে, আমি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ি যে, আমার কি করা উচিৎ! আমি কি ভাল আমলগুলো পরিত্যাগ করব, যেগুলো আমি করছিলাম, যাতে আমি রিয়ার বিপদ এড়াতে পারি? অথবা যে ছোট আমলগুলো করছিলাম সেগুলো চালিয়ে যাবো এবং নিজের ভিতরকার শয়তানী চিহ্নগুলো পরিস্কার করার চেষ্টা করব? এবং যদি তাই হয়, তাহলে আমার অন্তর থেকে এই রোগ নির্মূলের সঠিক উপায়টা কি?

আমি ফিরে গেলাম কুরআন, সুন্নাহ, সাল্ফে-সালেহীনগণের বিবৃতি[1] এবং ইসলামের শিক্ষিত আলেমদের দিকে, এর রোগের জন্য তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য। এটা কি? এটা কিসের কারণে হয়? এর লক্ষণগুলো কি কি? এর থেকে আরোগ্য কিসে? এবং এটা কিভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায়? এবং আলহামদুলিল্লাহ্, এটা আশ্চর্য কিছু নয় যে, আমি এই সকল উৎসে উত্তর খুজে পেয়েছি, যেগুলো আমি খোজ এই সকল উৎসে উত্তর খুজে পেয়েছি, যেগুলো আমি খোজ করছিলাম আমাদের ধর্মেও উৎসগুলোর মধ্য হতে এবং ঐ গুলোর মধ্যে আমাদের সমস্যার সমাধান রয়েছে।

আমি মনে করি যে, আমার লেখা উচিৎ যেভাবে আমি পার হয়ে এসেছিলাম এবং আশা করি যে, আল্লাহ্ (সুবঃ) এটাকে আমার সঙ্গী মুসলিমদের উপদেশের উৎস বানাবেন এবং পুনরুদ্ধানের দিন আমার জন্য কল্যাণের উৎস বানাবেন। আমিন॥

---

[1] আস-সালাফ আস-সালেহ্ (পুর্ববর্তী পুন্যবান ব্যক্তিবর্গ) হিসাবে মুসলিমদের প্রথম তিন প্রজন্মকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং যারা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তারা তাঁদের দল ভারী করবে।

আবু আম্মার
মদীনা, সৌদি আরব

যুল ক্বাদাহ্ ১৪১৬ হিজরী,
নভেম্বর, ১৯৯৫ সাল

অধ্যায় একঃ রিয়ার সংজ্ঞা

ভাষাগতভাবে রিয়া এসেছে মূলশব্দ “---” র'য়া হতে যার অর্থ “দেখানো, অবলোকন করানো, দৃশ্যমান করা”। পরিবর্তিত শব্দ “---” রিয়া' (নান হয় অথবা “---”, পরেরটি অধিক ব্যবহৃত হয়) যার অর্থ “হুকুমের দাস; ভন্ডামি, কপটতা।”[২]

শরঢয়াহ্‌র দৃষ্টিতে, এর অর্থ “আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন আমল করার অভিনয় কর হয় অথচ নিয়্যত থাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টি অর্জন করা।” হতে পারে নিয়্যতটি সম্পূর্ণ মিথ্যা নিয়্যত যেথায় যে ব্যক্তি আমলটি করছে তার আল্লাহর (সুবঃ) ব্যপারে কোন চেতনা নাই, যাই হোকনা কেন, অথবা হতে পারে এটা আংশিকভাবে মিথ্যা নিয়্যত, যেথায় ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্ আছে কিন্তু এই সময়ে অন্য মানুষের প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা করে।

এই সংজ্ঞা হতে দেখা যায় রিয়া অন্তরে সৃষ্টি হয়। আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ-এর আলেমগণ সম্মত হয়েছেন যে ঈমান অন্তরভূক্ত করে অন্তরের কাজ (যথাঃ ভয়, ভালবাসা, বিশ্বাস এবং আশা), জিহ্বার কাজ (যথাঃ ভয়, ভালবাসা, বিশ্বাস এবং আশা), জিহ্বার কাজ (যথাঃ শাহাদাহ্‌র উচ্চারণ) এবং দেহের কাজ (যথাঃ সালাহ্ আদায়, হজ্জ্ব করা)। শায়েখ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, “অন্তরের কাজটি হলো ঈমানের মৌলিক জিনিসের একটি অংশ এবং দ্বীনের ভিত্তি, এর সাথে আরও সংযুক্ত করা যায়ঃ আল্লাহ্ (সুবঃ) ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর জন্য ভালবাসা, আল্লাহ্‌ও (সুবঃ) প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর (সুবঃ) দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠতা, আল্লাহর (সুবঃ) প্রতি কৃতজ্ঞতা, তাঁর বিধি অনুসারে ধৈর্য্য, তাঁর প্রতি ভয়,---- এবং এরকম সকল আমল যা সবার জন্য ফরয, সকল আলেমের ঐক্যমতের ভিত্তিতে।”[৩] ইবনে ক্বায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, “অন্তরের কাজটি হলো ভিত্তি (ঈমানের), এবং দেহের কাজ তাদের অনুসরণ ও পরিপূর্ণ করা। নিয়্যত আত্মার মত এবং আমল দেহের মত, যদি আত্মা দেহত্যাগ করে তাহলে দেহ মরে যায়। এক্ষেত্রে অন্তরের বিষয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেহের বিষয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনের চেয়ে। কিভাবে একজন মুনাফিক পৃথক হবে একজন ঈমানদার থেকে অন্তরের আমল ছাড়া? অন্তরের ইবাদত এবং আত্মসমর্পন অধিকতর মহৎ দেহের ইবাদত এবং আত্মসমর্পন থেকে, তারা সংখ্যায় অনেক এবং অধিক অবিচ্ছিন্ন, এর পূর্বে (অন্তরের ইবাদত) ফরয প্রত্যেক ঘটনার ক্ষেত্রে।”[৪]

---

[2] A Dictionary of Modern Written Arabic. P-320
[3] Majmo' al-Fatawa, v-10, p-5
[4] Badaa'I al-Fawai'id vol-3, p-224 & 330

অধ্যায়ঃ ২

নিয়্যাত অনুযায়ী আমল

রিয়ার আলোচনা শুরু করার পূর্বে সংক্ষিপ্তাকারে একনিষ্ঠতার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই জরুরী ।
উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "সমস্ত কর্মকান্ডই নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকের জন্য তাই হবে, যার সে নিয়্যাত করেছে। কারো হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হলে বস্তুত তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসলের উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভ অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত তার প্রতি হয়েছে বলেই গন্য হবে, যার উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।"[৫]

এই হাদীস ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক নীতি। এই কারণে, হাদীসের প্রায় প্রত্যেকটি কিতাবেই এটি বর্ণনা করা হয়েছে এবং পূর্বের আলেমগণ ও সাধারণ লোকজন এটিকে গ্রহণ করেছেন ও প্রচার করেছেন। বস্তুতঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীসটি দ্বারা তাঁর সহীহ্ গ্রন্থ শুরু করেছেন, তাঁর কিতাবের ভূমিকা হিসাবে পরিবেশন করা হয়েছে, নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কোন আমল আল্লাহ্ (সুবঃ) ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে করা হলে তা দুনিয়াতে কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না, আখেরাতেও নয়।

আব্দুর রহমান ইবন মাহদী[৬] বলেন, "যদি আমি কোন অধ্যায় লিখতাম (কোন কিতাবের), উমর (রাঃ) এর হাদীসটি সামনে রেখে তা করতাম, যাতে প্রত্যেক অধ্যায়ে নিয়্যাতকে সতর্ক করতে পারি।" তিনি আরও বলেন, "যে কেউ কোন কিতাব লেখার ইচ্ছা করে, এই হাদীসটি দিয়ে আগে শুরু করতে বলতেন যে, 'নিয়্যাত অনুযায়ী আমল'।" ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)[৭] বলেন, "এই হাদীসটি সকল জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ, এবং ফিকহ্ (ইসলামের আইন)-এর সত্তরটি অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।" ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (রহঃ)[৮] বলেন, "ইসলামের ভিত্তি তিনটি হাদীসের উপর দাঁড়িয়ে আছেঃ উমর (রাঃ)-এর হাদীস, "নিয়্যাত অনুযায়ী আমল (উপরে উল্লেখিত):, নু'মান ইবন বশীরের হাদীসঃ "হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট----"[৯] এবং আয়িশা (রাঃ) হাদিসঃ "যে কেউ আমাদের ব্যাপারে (ইসলাম) নতুন কিছু প্রচলিত করে যা এর সংশ্লিষ্ট নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[১০] আবু উবাইদা (রহঃ)[১১] বলেন, নবী (সাঃ) ভবিষ্যতের সকল বিষয় একত্রিত করে এক বাক্যে প্রকাশ করেছেনঃ "যে কেউ আমাদের ব্যাপারে নতুন কিছু প্রচলিত করে, যা এর সংশ্লিষ্ট নয়, তা প্রত্যাখাত হবে।" এবং তিনি (সাঃ) পৃথিবীর সমস্ত বিষয় একত্রিত করেছেন এক বাক্যাংশেঃ "নিয়্যাতের অনুযায়ী আমল।" অতএব, প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে এই দুটি হাদীস খুবই জরুরী।" এবং আবু দাউদ (রহঃ)[১২] বলেন, "আমি নবী (সাঃ)-এর পাঁচ লক্ষ্য হাদীস লিপিবদ্ধ

---

[5] সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ

[6] আব্দুর রহমান ইবন মাহদী (১৩৩-১৯৮ হিজরী) একজন বিখ্যাত হাদীসের আলেম ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক ইবন আনাস (রহঃ), সুফিয়ান ইবন উয়ায়নাহ্ (রহঃ) এবং অন্য অনেক আলেমগণ থেক। আলী আল মাদিনী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "হাদীস বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হলেন আব্দুর রহমান ইবন মাহদী"- দেখুন- তাযহীব আল কামাল (পৃষ্ঠা- ৩৯৬৯), তাযহীব আত্-তাহসীব (পৃষ্ঠা- ৪১৬১)।

[7] মুহাম্মদ-ইবন-ইদরিস আশ-শাফিয়ী (রহঃ) (৭০৯-৮২০ খ্রিঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত মুসলিম আলেম। তিনি শিক্ষা গস্থহণ করেছেন ঈমাম মালিক (রহঃ), ইমাম মুহাম্মদ আশ শায়বানী (রহঃ) [ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর প্রধান ছাত্র] এবং ইমাম লাইছ ইবনে সা'দ (রহঃ) এর কাছ থেকে এবং নিজ দক্ষতায় একজন প্রতিষ্ঠিত আলেম হতে পেরেছিলেন। ইসলামিক আইন (উসুল-উল-ফিকহ) বিষয়ক বিজ্ঞান এর স্তর বিন্যাসে তিনিই প্রথম বিবেচনা করতেন।

[8] আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) (৭৭৮-৮৫৫ খ্রিঃ) হচ্ছেন বিখ্যাত মুসনাদ এর লেখক এবং সুন্নাহ সংগ্রাহকদের অন্যতম। তিনি ছিলেন তাঁর সময়কার খুবই কম সংখ্যক আলেমদের একজন যিনি খোলাখুলিভাবে কথা বলতেন আব্বাসীয় খলিফাদের বিরূদ্ধে, কুরআন অমর নয় তাদের এই ধর্মবিরোধী বিশ্বাস সম্পর্কে এবং এর ফলে তিনি বন্দী ও অত্যাচারিত হন।

[9] নবী (সাঃ) এর হাদীসের সূত্র, "হালাল বিষয়টি স্পষ্ট এবং হারাম বিষয়টি স্পষ্ট, কিন্তু দু'টি বিষয়ের মাঝামাঝি যা অনেক মানুষের কাছে সন্দেহজনক। অতএব, যে কেউ এই সন্দেহযুক্ত বিষয়টি এড়িয়ে যায় সে নিজেকে বিশেষ করে তার দ্বীন ও সম্মানকে রক্ষা করে, কিন্তু যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ের মধ্যে লিপ্ত হয় সে হারামের মধ্যে পড়ে। সে ঐ রাখালের ন্যায় যে তার ভেড়া সংরক্ষিত চারণভূমির সীমানাতে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সীমানা অতিক্রম করে। সত্যিকারভাবে প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। এবং সত্যিকারভাবে আল্লাহ্ (সুবঃ) সংরক্ষিত এলাকা হলো তার নিষিদ্ধ কাজ সমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোস্তের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায় গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোস্তের টুকরাটি হলো কলব।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

[10] সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

[11] আবু উবাইদ আল-ক্বাসিম ইবন সালাম আল বাগদাদী (২২৪ হিজরী) ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যকরণবিদ এবং আইনজ্ঞ। (সূত্র- তাযহীব আল কামাল, পৃঃ ৪৭৯২)

[12] আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আম'আত আস-সিজিস্তানী (৮১৮-৮৮৯ খ্রিঃ) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে একজন বিখ্যাত আলেম এবং বিখ্যাত সুনান গ্রন্থের সংকলক। আল হাকিম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "আবু দাউদ ছিলেন তাঁর সময়কার হাদীসের আলেমদের মধ্যে অবিসংবাদিত ইমাম।"

করেছি, সেখান থেকে আমার কিতাবের (সুনানে আবু দাউদ) -এর জন্য চার হাজার আট শত হাদীস মনোনীত করেছি এবং এগুলোর মধ্যে চারটি হাদীস একজন ব্যক্তির দ্বীনের জন্য যথেষ্ট ।"

নবী (সাঃ)-এর প্রথম বিবৃতি, "আমল নিয়্যাত অনুযায়ী--- ।" নবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় বিবৃতি, "একজন ভাল মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হলো যা তার জন্য নয় তা ত্যাগ করে ।"[১৩] নবী (সাঃ)-এর তৃতীয় হাদীস, "তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে ।"[১৪] এবং নবী (সাঃ)-এর চতুর্থ হাদীস, "হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট---- ।"

এই সকল হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে ইসলামের আলেমগণ নিয়্যাত বিষয়ক হাদীসটিকে ইসলামের মৌলিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন । নিয়্যাতের উপরের হাদীসটি নির্দেশ করে যে, একজন ব্যক্তির মনে মনে স্থিরকৃত প্রত্যেকটি আমলের পিছনে একটি নিয়্যাত আছে । নিয়্যাতটি হতে পারে প্রশংসনীয়, নিন্দনীয় অথবা দুটির কোনটিই নয়, কিন্তু একটি নিয়্যাত অবশ্যই থাকে । অন্য কথায় প্রত্যেকটি আমল যা একজন ব্যক্তি প্রতিপাদন করে তার একটি লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য আছে ।

নবী (সাঃ) বলতে চেয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অর্জন করবে যা সে নিয়্যাত করেছে । এখানে অর্থ দাঁড়ায় যে, এক ব্যক্তির পুরস্কার অর্জন নির্ভর করে, সে যা নিয়্যাত করেছে তার উপর । এক্ষেত্রে যদি নিয়্যাতটি ভাল কাজের জন্য হয়, কিন্তু একজন গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে কাজটি প্রতিপাদন করতে সমর্থ হলো না, ব্যক্তিটি অবশ্যই কাজটি কল্যাণ অর্জন করবে ।[১৫]এই কথার সমর্থনে একটি হাদীস বর্ণনা করা হলোঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ বলেছে (ফেরেস্তাদেরকে) আমার বান্দা পাপ কর্মের কথা ভাবলেই তা লিখবে না বরং সে যদি তা কার্যে পরিণত করে, তবে একটি পাপ লিখবে । কিন্তু যদি সে আমার জন্য তা পরিত্যাগ করে তবে সে স্থলে একটি সওয়াব লিখে দিবে । অন্যদিকে, যদি সে কোন নেক কাজের নিয়্যাত করে কিন্তু তা সে কার্যে পরিণত না করে তাও এর জন্য প্রতিদান তার জন্য একটি সওয়াব লিখবে আর তা সম্পাদন করলে লিখবে দশটি সওয়াব ।"

যা হোক এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, যদি এক ব্যক্তি পাপ কর্মের সংকল্প করে, কিন্তু আল্লাহর (সুবঃ) ভয়ের কারণে কাজটি করে না । একটি পাপকর্ম তালিকাভূক্ত হয়ে থাকবে ।[১৬] ফলাফল হলো ভাল, এটা অবশ্যই পাপ কর্মের তালিকাভূক্ত হয়েই থাকবে ।

আল-কুরআনও সঠিক এবং একনিষ্ঠ নিয়্যাতের গুরুত্ব দেয় । আল্লাহ (সুবঃ) বলেন- " এবং তাহারা (ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টান) তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে । ইহাই সঠিক দ্বীন । "২১

"কেহ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে যাহা ইচ্ছা এইখানেই সত্বর দিয়া থাকি; পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায় । যাহারা মুমিন হইয়া আখেরাত কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্ট করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কার যোগ্য । "২২

"এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থ ছাড়া তোমরা (তোমাদের ধন-সম্পদ) ব্যয় করনা ।"২৩

মুসলিমদের প্রথম প্রজন্ম একনিষ্ট এবং সঠিক নিয়্যাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, তাই এই বিষয়ে অনেক বক্তব্য বিবৃতি লিপিবদ্ধ আছে । বর্নিত আছে যে, ইবনে মাসুদ ২৪ (রাঃ) বলেন, এ সমন্ধে কথবলা মূল্যহীন যতক্ষন না কার্যে পরিণত করা না হয় । কথা এবং কাজ উভয়ই মূলহীন যতক্ষন না সঠিক নিয়্যত করা হয় । এবং কথা, কাজ এবং সঠিক নিয়্যাত মূল্যহীন যতক্ষন না এগুলো সুন্নাহ অনুযায়ী হয় ।"২৫ লেখা আছে যে, সুফিয়ান আছ্-ছাত্তারী ২৬ বলেন, "আমার জন্য অধিকতর কঠিন হলো আমার নিয়্যাতকে সঠিক করা কারণ ক্রমাগত আক্রমন করে এটা পরিবর্তন করতে । ইবনে আল-মুবারক ২৭

---

[13] মিসকাতুল মাসাবিহ এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে আত-তিরমিযী, বর্ণনা করেছেন আলী এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) ।

[14] সহীহ বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ্

[15] যা হোক, উল্টাটি সত্য নয় । যেভাবে, যদি এক ব্যক্তি একটি পাপ কর্ম করার সংকল্প করে । কিন্তু পরে আল্লাহর (সুবঃ) ভয়ে সংকল্প পরিবর্তন করল, তাহলে আল্লাহ্ (সুবঃ) শুধু ঐ সংকল্পকেই ক্ষমা করবেন না বরং তার আল্লাহ্ ভক্তির কারণে তাকে পুরস্কৃত করা হবে ।

[16] উদাহরণ সরূপ, একটি চোর চুরি করার পরিকল্পনা করে, কিন্তু তার পথটি ব্যাংকের দিকে, তার একটি মসৃন পোষাক আছে যা তার পরিকল্পন বাস্তবায়নে প্রতিরোধ করে । ব্যাংক (ধণাগার)-টি চুরি না করার জন্য সে পুরস্কৃত হবে না । কিন্তু সে ব্যাংক থেকে তার মন

উদ্ধৃত করেছেন, “এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ছোট কাজ বৃহদাকার হবে (পুরুস্কারের ক্ষেত্রে) এর নিয়্যাত অনুযায়ী, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে একটি বড় কাজ হ্রাস হবে এর নিয়্যাত অনুযায়ী ।”

ইবনে আজলান ২৪ নির্দিষ্ট করে বলেছেন, “কোন আমলই গ্রহণ করা হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না এর সাথে তিনটি জিনিস থাকে । যথা ঃ আল্লাহর ভয়, যথার্থ নিয়্যাত এবং সঠিকতা (সুন্নাহ অনুসারে)” মুত্তারিফ ইবন আবদিল্লাহ ২৭ বর্ননা করে বলেছেন, “অন্তরের পবিত্রতা এবং ধর্মপরায়নতা অর্জন যেতে পারে কেবল মাত্র পবিত্র এবং ধর্মপরায়ন আমলের দ্বারা । এবং পবিত্র ও ধর্মপরায়ন আমল অর্জন করা যেতে পারে কেবলমাত্র সঠিক নিয়্যাত দ্বারা ।”

ফুদাইল ইল ইয়্যাদ ৩০ এই আয়াতের সূত্রধরে বলেন - মূলক -৬৭ঃ২ ৩১

“[এর অর্থ ঐ কাজগুলো যা করা হয়] যথার্থ এবং একনিষ্ঠ নিয়্যাত দ্বারা । যদি একটি কাজ নিষ্ঠতার সাথে করা হয়, এ যাবৎ অযথার্থভাবে, এটা গ্রহণ করা হবে না এবং অধিকন্তু, যদি একটি কাজ যথার্থ এবং একনিষ্ঠভাবে করা হয়, এটাও বর্জন করা হবে । কেবলমাত্র যখন কাজটি যথাথৃ এবং একনিষ্ঠ ভাবে করা হবে তখন এটি গ্রহণ করা হবে । এবং “একনিষ্টতা” অর্থ অন্তর দিয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্য কাজ করা এবং “যথার্থভাবে” অর্থ সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করা ।৩২

অতএব, আমরা দেখতে পাই যে, কোন কাজ আল্লাহর (সুবঃ) কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি পূর্বশর্ত রয়েছে । প্রথম শর্ত - হলো কাজটি আল্লাহর (সুবঃ) সন্তুষ্টির নিমিত্ত্বে করা এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত্বে । দ্বিতীয়টি শর্ত হলো - কাজটি নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর যেসব নতুন বিষয় দ্বীনের মধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে (বিদ’আহ্) সে গুলো নয় ।

পরিবর্তন করে নিয়েছিল এবং বাড়ীতে ফেরত গিয়েছিল, সে পুরুস্কৃত হতে পারত নিজেকে পাপ যে প্রতিরোধ করার জন্য ।

২৪.আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) ছিলেন নবী (সাঃ) এর বিখ্যাত সাহাবী এবং ইসলাম গ্রহণে ষষ্ঠতম ব্যক্তি । ইসলামী আইন বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী । তিনি ৩২ হিচরীতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন । (দেখুন আল-ইসাবাহ্ ফী তামাঈয আস্ -সাহাবাহ্ নং ৪৯৭০)

২৫.এই বর্ননাটি দুর্বল (দেখুন যামি’ আল-উলুম, পৃঃ৭০), যাহোক, সালাফদের বক্তব্য গুলো সেই সময় থেকেই সাধারনতঃ আকিদার অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় নাই । এই ধরনের উক্তিগুলো বর্ননার কোন ক্ষতি করে না যতক্ষন তাঁরা কুর আন সুন্নাহর মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত পোষন করে । যাহোক, নবী (সাঃ) এর হাদীসগুলো এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না । সেই সময় হতেই এগুলো ঈমানের ভিত্তি ।

২৬.সুফিয়ান আছ-ছাত্তরী ৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন । এবং ৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বসরায় মৃত্য বরন করেন । তিনি ধর্মপরায়নতা এবং তাঁর জ্ঞানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন । ইয়াহ ইয়া ইবন মা’য়ীন তার সম্পর্কে বলেন, “সুফিয়ান হাদীস বিষয়ে ঈমানদ্বারদের নেতা ।” (দেখুন - তাহযীব আল- কামাল, নং ২৪০৭ এবং তাহযীব আত-তাহযীব , নং ২৫৩৮)

২৭.আব্দুল্লাহ ইবন আল মুবারক ১১৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যবরন করেছেন ১৮১ হিজরীতে । তিনি হাদীসের একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন এবং সুন্নাহর একজন রক্ষক ছিলেন । আল-আসওয়াদ ইবন সালিম তঁতার

সম্পর্কে বলেন, "যদি তুমি দেখ কেউ একজন ইবন আল-মুবারকের সমালোচনা করছে তাহলে তার ইসলামকে সন্দেহ করতে পার।" (দেখুন-তাহযীব আল কামাল, নং ৩৫২০ এবং তাহযীব আত্-তাহযীব নং ২৬৮৭)

২৮.মুহাম্মদ ইবন আজলান সাহাবাদের ছাত্র (তাবিয়ী) ছিলেন যিনি অষ্টম শতাব্দীতে মসজিদে নববীতে বক্তৃতাকরতেন। তিনি ১৪৮ হিজরীতে মৃত্যুবরন করেন। (দেখুন- তাহযীব আল-কামাল নং ৬১৭৬)

২৯.মুত্ত্বারিফ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আশ্-শাখির (?- ৯৫ হিজরী) ছিলেন একজন দ্বীনের উত্তরাধিকারী (তাবি'য়ী)। তিনি নবী (সাঃ) এর জীবাদ্দাশয় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে দেখেননি। তিনি উবাই ইবনে কা'ব, উছমান ইবন আফ্ফান অন্যদের থেকে হাদীছ বর্ননা করেছেন। (দেখুন তাহযীব আল-কামাল, নং ৬০০১ এবং তাহযীব আত-তাযীন নং ৭০১৬)

ফুদাইল ইবন ইয়্যাদ ইবন মাস্উদ আত-তাসীমি (?-১৮৭ হিজরী) সমরক্বন্দে জন্ম গ্রহন করেছেন এবং চলার পথের ডাকাত হিসাবে বেড়ে ওঠেন। যাই হোক, তিনি একাজ থেকে তওবা করেছেন। এবং ইলম অর্জনের জন্য কুফা সফর করেন। তিনি সংযম এবং ধমৃপরায়নতার জন্য সুপরিচিত হয়েছিলেন। (দেখুন তাহসীব আল কামাল, নং ৪৭৬৩ এবং তাহযীব আত্তাহযীব নং ৫৬৪৭)

৩১. ৬৭ঃ২

৩২.এই পরিচ্ছেদের জন্য সালাফদের সমস্ত উদ্ধিৃতি গুলো গ্রহণ করা হয়েছে জামি'আল উলুম থেকে পৃ নং ৫৯-৮৪।

অধ্যায় তিনঃ

রিয়ার ক্ষতি সমূহ

রিয়ার ক্ষতি সমূহ অনেক সুতরাং নবী (সাঃ) উম্মাহর[১৭] প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং উদ্বেগের কারণে, অন্য কিছুর চেয়ে এর ভয়াবহতাকে বেশী ভয় করেছেন।

মাহ্মুদ ইবন লাবীদ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "তোমারেদ জন্য যে বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পায় তা হলো ছোট শিরকঃ রিয়া।"[১৮]

অন্য হাদীসে নবী (সাঃ) দেখিয়েছেন যে, তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রিয়ার ক্ষতিকেই বেশী করেছেন।

আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের নিকট অসলেন যখন আমরা দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম এবং বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়টা জানাব না যাকে আমি তোমাদের জন্য ভয় করি, এমনকি দাজ্জালের ফিৎনা থেকেও অধিক? এটা হলো লুকানো শিরক। এক ব্যক্তি সালাতের জন্য দাঁড়ায় এবং তার সালাত সুন্দর করে কারণ সে মনে করে লোকজন তাকে দেখছে।"

যখন আমরা এই হাদীসটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি তখন আমরা রিয়ার প্রকৃত বিপদ সমূহ লক্ষ্য করব। দাজ্জালের ফিৎনা খুবই বেদনাদায়ক যা মানবজাতি আদম সৃষ্টির সময় থেকে বিচার দিবস না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা অভিজ্ঞতা পেতে থাকবে এবং নবী নূহ (আঃ)-এর পর এমন একজন নবী ছিলেন না যিনি তাঁর অনুসারীদের এই কঠিন ফিৎনার কথা বলে সতর্ক করেননি। নবী (সাঃ) ঐ সকল লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যারা দাজ্জালের সময়ে জীবিত থাকবে, তারা যেন দাজ্জাল থেকে পালায় এবং তিনি (সাঃ) প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে আল্লাহর (সুবঃ) কাছে সর্বদা আশ্রয় প্রার্থণা করেছেন। তবুও নবী (সাঃ) বলেন যে, তিনি রিয়ার ক্ষতিকে ভয় করেন এমনকি দাজ্জালের ফিৎনা থেকেও অধিক।

(সূরা আল-ক্বাফ ৫০ঃ ৩৭)

রিয়ার বিপদসমূহে আরও মিশ্রিত থাকে এর লুকানো প্রকৃতি।

---

[১৭] মুসলিম জাতি।

[১৮] মুসনাদে আহ্মাদ, এবং বর্ণনা করেছেন আল-বাঘাউয়ী তাঁর শরাহ আস সুন্নাহতে এবং সালীম আল-হিলালী বলেন এর রাবীর সূত্র সহীহ। রাবীগণ হলেন (ইসহাক্ব ইবন ঈসা), ইমাম বুখারী বলেন যে, তিনি তাঁর হাদীসের জন্য সুপরিচিত (দ্রঃ তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য)। [আব্দুর রহমান ইবন আবী আস-সান্নাদ], ইমাম আত-তিরমিযী বলেন যে, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। (আমর ইবন আবী আমর) এবং আসিম ইবন উমার ইবন ক্বাতাদাহ উভয়ই নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে ইমাম ইবন হাজার দ্বারা ঘোষিত হয়েছেন।

আবু মুসা আল-আশ'আরী বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একবার আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বললেন, "হে মানব মন্ডলী! তোমরা এই শিরককে (রিয়া) ভয় কর, কেননা তা পিপীলিকার পদ ধ্বনি অপেক্ষাও সূক্ষতর।"[১৯]

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "অমাবশ্যার রাতে একটি কালো পাথরের উপর দিয়ে একটি পিপীলিকার পদাচারনার থেকেও এটা অস্পষ্ট।"[২০]

এমনকি নবী (সাঃ) রিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ্‌র (সুবঃ) কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যা করেছিলেন বিদায় হজ্জের পূর্বে-

"ও আল্লাহ্‌! এটা এমন হজ্জ বানিয়ে দিন যাতে থাকবেনা কোন রিয়া নতুবা কোন লৌকিকতা।"[২১]

নিম্নো রিয়ার কিছু ক্ষতিকর দিকসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

১। ঈমান এবং তাওহীদ দূর্বল করেঃ

আল্লাহ্‌ (সুবঃ) কুরআনে বলেছেন

(সূরা আল-যারিআত ৫১ঃ৫৬)

রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে, তদবধি সত্যিকারভাবে আল্লাহর (সুবঃ) ইবাদতের পরিবর্তে সে আল্লাহর (সুবঃ) ইবাদতের ভান করে। যখন সে আল্লাহর (সুবঃ) সৃষ্টির সন্তুষ্টি এবং প্রশংসা অর্জনের চেষ্টা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ (সুবঃ) ঐ সকল সত্যিকার ঈমানদারগণের বর্ণনা করেছেন যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর (সুবঃ) জন্য তাদের ইবাদত গুলোর পালন করে, তাদের কাজের জন্য অন্যের কাছ থেকে পুরষ্কার অথবা কৃতজ্ঞতা আশা করে না।

(সূরা আল-ইনসানঃ ৮-৯)

এমনকি যখন সত্যিকার ঈমানদারগণ জীবনের মৌলিক জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন তারা অন্যের কাছ থেকে একটি ধন্যবাদমূলক শব্দ গ্রহণ ছাড়াই তাদেরকে পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তারা জানে যে, ধন্যবাদ এবং পুরষ্কার তারা পেতে পারে তাদের ভাল কাজগুলো কবুল হওয়ার মাধ্যমে। মহাকল্যাণের প্রতিযোগীতা করা ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই, যা মহান আল্লাহ্‌ (সুবঃ) তাদেরকে দান করতে ওয়াদা করেছেন। সত্যিকার ঈমানদারগণ উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ-ই (সুবঃ) একমাত্র সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত এবং আল্লাহ-ই (সুবঃ) একমাত্র ইবাদত পেতে উপযুক্ত। এর সরাসরি বিপরীতে, আল্লাহ্‌ (সুবঃ) মুনাফিকদের বলেছেন-

(সূরা আল-মা'উনঃ ৪-৭)

আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সুরা আন-নিসাতে বলেছেন-

(সূরা আন-নিসাঃ ১৪২)

২। ছোট আকারের শির্কঃ

নবী (সাঃ) বলেন, "লুক্কায়িত শিরক হলো এক ব্যক্তি সালাতে দাঁড়ায় এবং সে তার সালাতকে সুন্দর করে কারণ সে দেখছে যে লোকজন তাকে লক্ষ্য করছে।"

রিয়া হচ্ছে নিয়্যাতের শিরক এবং উদ্দেশ্যের সীমানা যা এক ধরনের শিরক যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের সীমা থেকে বের করে দেয়। রিয়া এবং নিয়্যাতের শিরকের মধ্যে পার্থক্য হলো, এক ব্যক্তি রিয়ার পর্যবসিত হয় আল্লাহ্‌ (সুবৎ) ছাড়া অন্য কারও ইবাদতের নিয়্যাত না করেই, কিন্তু ব্যক্তিটি নিয়্যাতের শিরকে পর্যবসিত হয় যখন প্রকৃত পক্ষে সরাসরি মিথ্যা ইলাহের ইবাদত করতে নিয়্যাত করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন একজন হিন্দু একটি মূর্তীর পূজা করে, ঐ মূর্তীর প্রতিই তার প্রার্থণা এবং উৎসর্গ করাই তার নিয়্যাত, সে বিশ্বাস করে যে মূর্তীটি তার কল্যাণ এবং ক্ষতি করতে পারে। অন্য দিকে, এক ব্যক্তি যে তার সালাতকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে মানুষের প্রশংসা অর্জন করতে, সে এই লোকদের প্রতি সরাসরি তার ইবাদত দেয়না, বরং তাদের প্রশংসা পেতে চায়। অথচ এটা পরোক্ষ ইবাদতের অধিক। অতএব, রিয়া এবং নিয়্যাতের শিরক সমান নয়। বরং শিরক আন-নিয়্যাহ্‌ সরাসরি রিয়ার অভিব্যক্তির অধিক।

আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, রিয়া একটি ছোট শির্ক, কিন্তু এটা যে ক্ষমার অযোগ্য শিরক এর পর্যায়ে পড়ে, এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষন করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ (সুবঃ) বলেন-

(সূরা আন-নিসাঃ ৪৮)

(সূরা আয-যুমারঃ ৬৫)

---

[১৯] সহীহ আল তারগীব ওয়াত-তারহীবে নির্ভর যোগ্য সূত্রে।

[২০] তাফসীর ইবন কাসীর, ১ম খন্ড, যদিও ইবন আব্বাস (রাঃ), বিভিন্ন রকমের ছোট শিরকের সম্পদ্ধে বলেছেন কিন্তু এটি রিয়ার ন্যায় ছোট ফিরকের ক্ষেত্রে পুরোপুরি উপযুক্ত।

[২১] সহীহ্‌ আল জাম্বিতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে।

এই আয়াত গুলোতে উল্লেখিত শিরক যা প্রয়োগ করা যায় বড় শিরক-এর ক্ষেত্রে, কিন্তু এটা কি ছোট শিরক-এর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়? এই বিষয়ের উপর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও , এটা মনে হয় বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্-ই (সুবঃ) ভাল জানেন এবং রিয়া এই পর্যায়ে পড়ে না, বরং এটা একটি বড় পাপ (আল-কাবাইর) ।

অন্য কথায় বড় শিরক [যেমন আল্লাহ (সুবঃ) ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা] একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় । এটার পালন কারীর জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন নিশ্চিত করে এবং তার সকল ভাল কাজ গুলোকে ধ্বংস করে । অন্য দিকে, ছোট শিরক একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডিসীমা থেকে বের করে দেয় না, কিন্তু শুধুমাত্র ঐ বিশেষ কাজগুলোর জন্য পুরষ্কার বাতিল করে যা এই কর্মের ফল এবং ব্যক্তিটির সমস্ত ভাল কাজের পুরষ্কার বাতিল করে না । ব্যক্তিটি যে ছোট শিরক করে তার জন্য জাহান্নামের আগুন নিশ্চিত হয় না, এবং এটা সম্ভব যে, আল্লাহ্ (সুবঃ) তাকে ক্ষমা করতে পারেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন ।

৩ । পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পায়ঃ

কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিটি যে রিয়া সম্পাদন করে তার অন্তরে রোগ আছে এবং যদি এই রোগ থেকে আরোগ্য না হয়, তাহলে এটা পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করবে । এই বিষয়ে আল্লাহ্ (সুবঃ) কুরআনে বলেছেন-

(সূরা আল-বাকারাঃ ৯-১০)

নবী (সাঃ) এর সাহাবীদের (রাঃ) সময়ের একটি ঘটনা থেকে এ বিষয়ে একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে ।

জাবির ইবন সামুরাহ বর্ণনা করেন যে, খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের সময় কিছু কুফাবাসী সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), (যিনি কুফার একজন গভর্নর ছিলেন)-এর নামে উমর (রাঃ) এর কাছে অভিযোগ পেশ করলেন । সুতরাং তিনি আম্মার ইবন ইয়াসির (রাঃ)-কে পাঠালেন (তাদের অভিযোগের বিষয়ে উদ্যেগ নিতে) । যাই হোক, তারা একের পর এক অভিযোগ পেশ করতে লাগল । এমনকি তারা দোষারোপ করল যে সা'দ (রাঃ) জানেন না কিভাবে সঠিক নিয়মে সালাত পড়তে হয় । এই পরিপেক্ষিতে উমর (রাঃ) সা'দ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সালাত সম্মন্ধে জিজ্ঞেস করলেন । সা'দ (রাঃ) উত্তরে বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি নবী (সাঃ) এর নিয়মেই সালাত আদায় করি । কোন কিছুই হ্রাস করিনি । আমি ইশা সালাতের প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ করি এবং শেষের দুইরাকাত সংক্ষিপ্ত করি ।" উমর (রাঃ) বললেন, "এটাই তোমার কাছে আমি আশা করেছিলাম ।"

এরপর উমর (রাঃ) কয়েকজনকে তদন্ত করতে কুফায় পাঠালেন, লোকজনকে সরাসরি জিজ্ঞাস করতে তারা প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং লোকজনকে সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তারা যে স্থানেই গেলেন তাঁর (সা'দ) সম্পর্কে প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছু শুনল না । যখন তারা অভিযোগ পেশকারী দলের মসজিদে প্রবেশ করেন, সে সময়, উসামাহ্ ইবন ক্বাতাদাহ নামে এক ব্যক্তি উঠে দাড়াল এবং বলল, "যদি আপনারা প্রকৃতপক্ষে সত্য জানতে চান, তাহলে শুনুন, সা'দ ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করে যুদ্ধ করেন না, গণীমতের মাল সমান হারে বন্টন করেন না এবং প্রজাদের মাঝে ইনসাফ করেন না । এ সময় সা'দ (রা) বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চাই, ও আল্লাহ্! যদি তোমার এই বান্দা (উসামাহ) একজন মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার জীবনকে দীর্ঘায়িত কর, তার দারিদ্রতা বৃদ্ধি কর এবং তার মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত কর ।"

অনেক বছর পর, যখন উসামাকে জিজ্ঞাসা করা হল সে কেমন আছে, সে বলল, "একজন বৃদ্ধ লোক ক্লান্ত এবং দুঃখ ভোগ করছে সা'দের বদদোয়ার কারণে, "হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী বলেন, "একদা আমি তাকে (উসামাহ) দেখলাম তার ভ্রু ঝুলে ছিল তার চোখের পাতার নীচে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, এমনকি সে যুবতী মেয়েদের দ্বারা হয়রানির শিকার হতো যখনই সে রাস্তা দিয়ে তাদের অতিক্রম করত ।"

৪ । কল্যাণ মূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ

এ বিষয়ে নবী (সাঃ) কয়েকটি বক্তব্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ (সুবঃ) অন্যের উদ্দেশ্যে করা কাজ গুলো গ্রহণ করবেন না । আবু উমামাহ্ আল-বাহিলী বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ্ গৌরবান্বিত, কোন কাজই গ্রহণ করেন না যতক্ষণ না এটা একটিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য এবং তাঁর (সুবঃ) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয় ।"

কিভাবে আল্লাহ্, সর্বজ্ঞানী, এই কাজগুলো গ্রহণ করবেন যখন ব্যক্তিটি কাজগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে করে নাএবং কিভাবে আল্লাহ্ সর্বোচ্চ ন্যায় বিচারক, সমান প্রতিদান দিবেন ঐ ব্যক্তিকে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহর জন্য কাজ করে এবং ঐ ব্যক্তি যে রিয়া সম্পাদন করে, বড় একটি মসৃন পাথর খন্ড দিয়ে মাটি ঢেকে রাখার ন্যায় । যখন লোকজন এটা দেখে তখন তারা ভাবে এটা একটি উর্বর স্থান, যেহেতু এটা শুধুমাত্র একটি অনুবর্বর পাথর খন্ড যা ফেলে রাখা হয়েছে যখন সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি এর উপর পড়বে । অন্যথায়, তারা তাদের কাজরে ফল ভোগ করতে সক্ষম হবে না ।

আল্লাহ্ (সুবঃ) আমাদের এই ধরনের কাজের জন্য সতর্ক করে বলেছেন-

(সূরা আল-বাকারাঃ ২৬৪)

(সূরা আল-বাকারাঃ ২৬৬)

আল্লাহ্ (সুবঃ) রিয়া সম্পাদিত ঐ সকল ভাল কাজগুলোকে একটি সুন্দর রসাল ফলের বাগানের সাথে তুলনা করেন যা আগুন দ্বারা পুড়ানো হয় যখন এর মালিক এটা থামাতে অক্ষম অবস্থায় দাড়িয়ে থাকে, এটা তার ভাল কাজগুলো নই হয়ে যাওয়ারই সদৃশ। বিচার দিবসে আল্লাহ্ (সুবঃ) তাদের অবস্থাহীন করবেন যারা রিয়া সম্পাদন করেছিল এবং তাদেরকে বলবেন, তাদের পুরষ্কার ওদের কাছ থেকে নিতে, দুনিয়াতে যাদের মনোযোগ আকর্ষনের চেষ্টা তারা করেছিল।

মাহমুদ ইবন লাবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে নবী (সাঃ) বলেন, "গৌরবান্বিত আল্লাহ্ বলবেন (তাদেরকে যারা রিয়া সম্পাদন করেছিল) যখন তিনি মানুষের কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন (বিচার দিবসে), দুনিয়াতে যাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা আসল করতে, তাদের কাছে যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের প্রতিদান পাও কি-না।"

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "গৌরবান্বিত এবং সর্বোৎকৃষ্ট, আল্লাহ্ বলেন, "আমি সকল অংশীদার থেকে নিজেই সম্পূর্ণ যথেষ্ট, যদিও আমার কোনও অংশীদারের প্রয়োজন নেই। সেহেতু, সে যে কোন কাজ করে অন্য কারও উদ্দেশ্য, আমার পাশাপাশি, আমি তাকে ত্যাগ করব, যে কেউ আমার সাথে অংশীদারিত্ব করে (বিঃদ্রঃ সে যে কাজ করে তার জন্য কোন কল্যাণ পাবে না।) এবং সর্বোপরি, উবাই ইবন কা'ব বর্ণনা করেন যে আল্লাহ্ রাসূল (সাঃ) বলেন, "এই উম্মতকে প্রাচুর্য ও বিপুল সম্মান, দ্বীনের দ্বারা উচ্চ মর্যাদা, জমীনে রাজত্ব এবং আল্লাহর সাহয্যের সুসংবাদ দাও। কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আখিরাতের কাজ করে, আখিরাতে তার কোন হিসসা নেই।"

৫। আল্লাহ্ কর্তৃক অবমাননা/ লাঞ্চনাঃ

এমনকি যদিও লোকজন যারা নেক আমল করে খ্যাতি এবং প্রশংসা পাওয়ার জন্য যা তারা এই জীবনে চায়, বিচার দিবসে তারা সর্ব্বতোভাবে অপমানিত হবে।

মু'য়ায ইবন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন, "এই দুনিয়াতে খ্যাতির পর্যায়ে অবস্থানকারী এমন একজন ব্যকিত্ নেই যে লোক দেখানোর জন্য কিছু করে না, ব্যতিক্রম যে, বিচার দিবসে আল্লাহ্ (সুবঃ) সমগ্র সৃষ্টি লোকের সম্মুখে তার তার আমলের স্বরূপ প্রকাশ করে দেবেন।"

আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি।" যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আসল করে, আল্লাহ্ (সুবঃ) বিচার দিবসে তাঁর সকল সৃষ্টি লোকের সম্মুখে তাকে হীন ও অপদস্থ করবেন।"

৬। জাহান্নামের আগুনে প্রবেশের জন্য প্রথম কারণঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে নবী (সাঃ) বলেন, "কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্ (সুবঃ) তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য অবতরণ করবেন আর তখন সকল মানুষ নতজানু হয়ে বসা থাকবে। প্রথমে যে ব্যক্তিকে ডাকা হবে সে হল একজন ক্বারী, তার পর আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণকারী একব্যক্তি এবং তারপর একজন সম্পদশালী। আল্লাহ্ (সুবঃ) ক্বারী ব্যক্তিকে বলবেন, আমার রাসূলের উপর যা অবতীর্ণ করেছি তোমাকে কি তা শিক্ষা দেই নি? সে বলবে, জ্বী-হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! তিনি বলবেন, তুমি যা শিখেছিলে তা কি কাজে লাগিয়েছ? আমি রাত দিন জেগে কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ্ (সুবঃ) তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, আর ফিরিস্তাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। আল্লাহ্ (সুবঃ) বলবেন, তুমি তো চেয়েছিলে লোকে তোমাকে বলুক, 'অমুক ক্বারী' আর তা তো বলা হয়েছে।

এরপর হাজির করা হবে ধনী ব্যক্তিকে। আল্লাহ্ (সুবঃ) বলবেন, আমি কি তোমাকে প্রাচুর্য দান করিনি যাতে তোমাকে কারও মুখাপেক্ষী হতে না হয় সে বলবে, জ্বী-হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! তিনি বলবেন, আমি তোমাকে যা দিয়েছিলাম তা তুমি কি কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে আমি আত্মীয়তার সম্পক সর্বদা অটুট রেখেছি এবং সর্বদা দান-সাদকা করেছি। আল্লাহ্ (সুবঃ) তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। আর ফিরিস্তাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ (সুবঃ) বলবেন, "বরং তুমি চেয়েছিলৈ লোকে তোমাকে বলুক যে, অমুক একজন দানবীর আর তা বলা হয়েছে।

এরপর হাযির করা হবে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারীকে। আল্লাহ্ (সুবঃ) তাকে বলবেন, তুমি কোন উদ্দেশ্যে শাহাদাত বরণ করেছ হে? সে বলবে, হে আমার রব! আমি আপনার পথে জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলাম, তারপর জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ (সুবঃ) তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, আর ফিরিস্তাগণও বলবেন তুমি মিথ্যা বলছো। আল্লাহ্ (সুবঃ) বলবেন, বরং তুমি কামনা করেছ যে, বলা হোক 'অমুক একজন মস্ত বীর আর তা তো বলা হয়েছে।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার হাটু দুটো চাপড়িয়ে বললেন, ও আবু হুরায়রা। কিয়ামত দিবসে এই তিনজনই হবে সৃষ্ট জীবের মধ্যে জাহান্নামের সর্বপ্রথম ইন্ধন।"

৭। আল্লাহকে (সুবঃ) সিজদা করতে অক্ষমঃ

লাঞ্ছনার অন্য একরূপে, যারা লোক দেখানো ইবাদত করে, আল্লাহ (সুবঃ) তাদের তাঁকে সিজদা করা থেকে বিরত রাখবেন যখন তারা তা করতে চাবে। এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ হাদীস আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, ঈমানদারগণ কিভাবে বিচার দিবসে আল্লাহ (সুবঃ) দেখবেন এবং তারপর বলেন-

"এরপর আল্লাহ্ তাঁর হাটুর নিম্নাংশ অনাবৃত করবেন, আল্লাহ্ তাদেরকে সিজদা করতে দিবেন যারা দুনিয়াতে একজনও দাড়িয়ে না থাকে। যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো সিজদা করেছিল। আল্লাহ্ তাদের মেরুদন্ড একটি কাষ্ঠ খন্ডের ন্যায় করে দিবেন (যাতে সে বাঁকা হতে না পারে)। যতবারই তারা সিজদা করতে যাবে ততবারই তারা অধঃমুখে পতিত হবে।"

৮। জান্নাতে প্রবেমে নিষেধাজ্ঞাঃ

মানুষের খুশীর জন্য কৃত নেক আমল ও জান্নাতে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন-

"যে কেউ কোন জ্ঞান যা আল্লাহর উদ্দেশ্যে অর্জন করা উচিত তা দুনিয়ার কল্যাণের জন্য অর্জন করে, সে পরকালে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।"

এখানে জ্ঞান বলতে ইসলামী জ্ঞান বোঝানো হয়েছে, এটাই সেই জ্ঞান যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য অর্জন করতে হবে। বস্তুতঃ এটা একটি নির্দেশ আমাদের দ্বীনের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা, আল্লাহ্ (সুবঃ) ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে।

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে নবী (সাঃ) বলেন, "আলেমদের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে অথবা জন সাধারনের সাথে তর্ক করতে, অথবা সভায় প্রভাব বিস্তার এবং সুষমামন্ডিত করতে জ্ঞান অর্জন কর না, যে এরকম করে তার জন্য, এরপর (তাকে অপেক্ষা করতে বল) আগুন! আগুন!"

আমার দ্বীনি ভাই ও বোনেরা! এটা আমাদের জন্য সতর্ক সংকেত নিশ্চিত করতে যা আমরা আমাদের দ্বীনের বিষয়ে শিক্ষা করেছি। মানুষের মনকে প্রভাবিত করা উচিৎ নয় বরং এটা আল্লাহর (সুবঃ) জন্য হওয়া উচিৎ। ইসলামের অধিকাংশ আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, সে ব্যক্তি রিয়া সম্পাদন করে, যে স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে না, যেহেতু রিয়া একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডিসীমা থেকে বের করে দেয় না। বরঞ্চ, যার অন্তরে সামান্য পরিমান তাওহীদ বিদ্যমান থাকবে সেও জাহান্নামের আগুন থেকে একসময় মুক্তি পাবে। এটাও সম্ভব যে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে তার রিয়ার জন্য, কোন শাস্তি ছাড়াই, যদি আল্লাহ (সুবঃ) ইচ্ছা করেন।

৯। অভিশপ্ত কাজঃ

কাজের দ্বারা কল্যাণ প্রাপ্তির পরিবর্তে, ঐ সকল যশ ও প্রশংসার জন্য কৃত কাজ লাঞ্ছনা বয়ে আনে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর (সুবঃ) রাসূল (সাঃ) বলেন- "যে ব্যক্তি পরলৌকিক আমলের ভূষনে ভূষিত হয় অথচ পরলৌকিক কল্যাণ তার অভিষ্ট নয় বা পরকাল সে চায়ও না, আসমানে ও যমীনে তাকে অভিসম্পাদ করা হয়।"

১০। উম্মাহর ধ্বংস সাধনঃ

রিয়ার ক্ষতিসমূহ এত অধিক যে, এর সম্পাদন কারীর জন্য এর ক্ষতিসমূহ সীমাহীন বরং প্রভাব উম্মাহর উপর পড়ে। যেহেতু নবী (সাঃ) বলেন-

"এই উম্মাহ সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (আল্লাহর দ্বারা), এর দূর্বল ও ক্ষীনচিত্তের সদস্যদের কারণে, তাদের বিনীত প্রার্থনার কারণে তাদের সালাত এবং তাদের একনিষ্ঠতার কারণে।"

এই হাদীসে নবী (সাঃ) তাঁর উম্মাহকে তথ্য দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহর (সুবঃ) দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের কারণে। অতএব, যদি এই উম্মাহ তার একনিষ্ঠ সদস্যদের হারায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে সাহায্য বন্ধ করে দিবেন। কুরআনে আছে-

(সূরা আলে-ইমরানঃ ১৬০)

আল্লাহ্ (সুবঃ) কুরআনে আমাদের বদর প্রান্তে কুরাইশ ও মুসলিমদের যুদ্ধ সম্বন্ধে এবং যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বলেছেন।

(সূরা আল-আনফালঃ ৪৭)

চতুর্থ অধ্যায়ঃ রিয়ার কারণ

রিয়ার প্রাথমিক কারণ হলো ঈমানের দূর্বলতা। যখন একজন ব্যাক্তি আলাহ্ (সুবঃ) প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না, তখন সে আলাহ (সুবঃ) সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের প্রসংশাকে পছন্দ করে। এই ঈমানের দূর্বলতা একজন ব্যক্তিকে পরকালের কল্যাণ ও পুরষ্কারের প্রতি অজ্ঞ করে তোলে এবং দুনিয়ার যশ ও সম্মান পাওয়ার ইচ্ছাকে বৃদ্ধি করে এই ইচ্ছার কারণে একজন ব্যক্তি রিয়ার পর্যবশিত হয়।

তিনটি লক্ষণ দ্বারা রিয়াকে চিহ্নিত করা যায়। এবং এই লক্ষণগুলোকে এড়িয়ে চলা একজন ঈমানদারের জন্য অতীব জরুরী।[২২]

১) প্রসংশার প্রতি ভালবাসাঃ

এই লক্ষণটি উলেখ করা হয়েছে এই রচনার প্রথমদিকে উলেখিত হাসিসে, যাতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, প্রথম তিন ব্যক্তি যারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে; ঐ আলেম ব্যক্তি, ঐ শহীদ এবং ঐ ব্যক্তি যে সম্পদ দান করেছে। এই তিন ব্যক্তি সকলেই আলাহ (সুবঃ) সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের প্রসংশাকে কামনা করেছিল। যে ব্যক্তি মানুষকে প্রসংশা কামনা করে সে অবশ্যই মনে মনে নিজেকে নিয়ে গর্বিত হয়। এই জন্য যে, সে মনে করে সে এই প্রসংশা পাওয়ার যোগ্য। অতএব, তার উদ্বত ও অহংকারী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এটা একটা বিপদজনক দিক।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আলাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন-"আলাহ সবচেয়ে মহান এবং মহৎ বলেন অহঙ্কার আমার চাদর এবং বড়ত্ব আমার পোষাক। সুতরাং যে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করে এগুলোর যে কোন একটির সাথে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"[২৩]

অন্য হাদীসে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন আলাহ্র রাসূল (সাঃ) এক ব্যক্তির নিজ উপাসনা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন- "ধ্বংসাত্মকপূর্ণ তিনটি জিনিস আছেঃ ইচ্ছা- যার অনুসরণ করা হয়, লোভ-লালসা- যার আনুগত্য করা হয়, এবং একজন ব্যক্তির নিজস্ব প্রসংশা ও আত্মাভিমান। আর এটাই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।"[২৪]

ঐ সব ইহুদী, খ্রিষ্টানদের পর্যায়ে যারা পড়ে, তাদের সতর্ক করে আলাহ্ (সুব) কুরআনে উলেখ করেছেন।

"যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রসংশিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে এইরূপ তুমি কখনও মনে করো না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"[২৫]

এই কারণে সাহাবা (রাঃ)-গণ প্রসংশা পাওয়ার পরিস্থিতিকে ব্যপক আকারে ভয় পেতেন। আব্দুর রহমান বিন আবু লাইসী[২৬] বর্ণনা করেন- আমি আনসারদের মধ্য হতে ১২০ জন সাহাবার (রাঃ) সাক্ষাৎ পেয়েছি। যখনই দ্বীনের কোন রায়ের ব্যাপারে তাঁরা জিজ্ঞাসিত হতেন তখনই তাঁরা ইচ্ছা করতেন তাঁর জন্য অন্য একজন উত্তর দিন।[২৭] ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল কিছু বলার ক্ষেত্রে ব্যপক ভীতির কারণে ধর্মীয় কোন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের অনিহা ছিল।

২) সমালোচনার ভয়ঃ

কেউই সমালোচিত হতে চায় না। ধর্মীয় অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমালোচনা দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) প্রথম ভাগে পড়ে ঐ ব্যক্তি যে তার স্তরের সমালোচনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে আলাহর (সুব) আদেশকে অবহেলা করে। সে আলাহর আদেশ অমান্য করার চেয়ে এবং লোকদের মাঝে অজনপ্রিয় হওয়াকে পছন্দ করে। উদাহরণ সরূপ, কিছু মানুষ দাঁড়ী রাখে না এবং কিছু মানুষ যথাযথভাবে হিজাব করে না কারণ তারা তাদের স্তর অনুযায়ী সমালোচনার ভয় পায়। স্পষ্টতঃ এসবের কিছু হারাম কিন্তু রিয়ার মধ্যে পড়ে না। কুরআনের নিচের আয়াত দ্বারা এই ঈমানদারদের বর্ণনা করা যায়।

"---(তারা) কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না; এটা আলাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আলাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[২৮]

সত্যিকারের ঈমানদাররা উপলব্ধি করে যে, সমালোচকের সমালোচনা, সৃষ্টিকর্তার সমালোচনার তুলনায় কিছুই না।

(খ) দ্বিতীয় ভাগে পড়ে ঐ ব্যক্তি যে, সন্দেহাতীত ভাবে ইসলামের আদেশ মান্য করে, আলাহর (সুবঃ) জন্য নয়। কারণ- যে ভয় পায় লোকজন তাকে লক্ষ্য রাখছে এবং তাকে সমালোচনা করবে যদি সে না করে। উদাহরণ স্বরূপ, একব্যক্তি মসজিদে সালাত আদায় করে কারণ সে চায় না বাড়িতে সালাত আদায় করার জন্য মানুষ তার সমালোচনা

---

[২২] সালীল আল হিলালী লিখিত আর-রিয়া হতে গৃহিত।
[২৩] সহীহ মুসলিম। ভলি-৪, পৃঃ ৩৮
[২৪] মিস্‌কাতুল মাসাবিহ্ । হাদীস নং-৫১২২
[২৫] সূরা আলে-ইমরান-৩ঃ১৮৮
[২৬] আব্দুর রহমান বিন আবু লাইলী (১৫-৮৩ হিজরী) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন খলিফা উমর (রাঃ) এর সময়ে। তিনি আলী (রাঃ) উবাই বিন কা'ব এবং অন্য অনেক সাহাবী (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
[২৭] সুনান আদ-দারেমী, ভলি-১, পৃঃ ৫৩ এবং নির্ভরযোগ্য সুত্রে আল হিলালীর 'আর-রিয়া'।
[২৮] সূরা মায়েদা-৫ঃ ৫৪

করুক অথবা তারা যেন না ভাবে যে, সে আদতেই সালাত পড়ে না অথবা একজন মহিলা যখন ধর্মীয় মাহফিলে যোগদান করে তখন সে ইসলামী পোষাক পরিধান করে কারণ সে চায় তার ধর্মীয় বন্ধরা অথবা বক্তা যেন তার সম্পর্কে বাজে ধারণা না করে। এই পর্যায়টা সাধারণভাবে রিয়ার মধ্যে পড়ে।

(৩) লোকজনের বিত্তবিভবের প্রতি লোভঃ

যদি একজন ব্যক্তি অন্য মানুষের চেয়ে পদ অর্থ অথবা ক্ষমতার মালিক হওয়া প্রবলভাবে কামনা করে, তাহলে সে তাদের প্রতি কামনা তাকে হিংসা করতে, সে যেমন করে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি সে সমাজের কোন ব্যক্তির পদকে হিংসা করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে ঐ পর্যায়ে যেতে সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা করবে। এই রকম ইচ্ছা অন্য মানুষের সামনে নিজেদের প্রদর্শন করার মাধ্যমে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। যাতে তার পদ, অর্থ অথবা ক্ষমতার প্রসংশা করে। এই রকম ধর্মীয় আমলগুলো প্রদর্শনের দিকে একত্রিত করা হবে, যা অনিবার্যভাবে রিয়ার মত বড় গুনাহ।

এই তিন পর্যায়ভূক্তরা রাসূল (সাঃ)-এর নিম্নের হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেঃ

আবু মুসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আসল এবং জিজ্ঞাসা করল, একব্যক্তি যুদ্ধ করে তার সম্মান রক্ষার জন্য (সমালোচনা এড়াতে), আর তার সাহসিকতা প্রমাণ করতে (এর জন্য প্রসংশিত হতে) এবং তৃতীয়তঃ নিজেকে প্রদর্শন করতে (যাতে তার অবস্থান দেখাতে পারে), এই তিনি যাকে এমন কেউকি আলাহর (সুবঃ) পথে যুদ্ধ করে? নবী (সাঃ) উত্তর দিলেন "যে যুদ্ধ করে আলাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য (ইসলামকে সম্মাণিত করার জন্য এবং জমিনে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য) সেই একমাত্র ব্যক্তি যে আলাহর পথে যুদ্ধ করল।"[২৯]

অধ্যায়ঃ ৬

রিয়া বিভক্ত করা যেতে পারে দুটি প্রধান পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে যথাঃ রিয়া'র সময়কে বিবেচনা করে এবং রিয়া'র পদ্ধতিকে বিবেচনা করে।

১. রিয়া'র সময়ঃ যেকোন আমলকে কেন্দ্র করে রিয়া দৃষ্ট হতে পারে, ক্রমাগত তিনটি সময়েঃ আমলটি করার পূর্বে, করার সময় এবং করার পরে। প্রত্যেক পর্যায়ে, শয়তান সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যে কোন কল্যাণময় নেক আমলের পূর্বে।

* **কৃত আমলের পূর্বেঃ** প্রশংসা পাওয়ার জন্য একটি নেক আমল করার মনস্থ করা, নিঃসন্দেহে, এটা রিয়ার সবচেয়ে জঘন্যতম অবস্থা। এবং যে ব্যক্তি এটা করে, সে মুনাফিকির সন্নিকটবর্তী হয়- যদিও সে মুনাফিক নয়। কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে এরকম চিন্তাও করেনা, সে শুধু মানুষের মাঝে স্বীকৃতি পেতে ইচ্ছা করে। আল্লাহ মুনাফিকদের সম্মন্ধে কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

নিসাঃ ১৪২ ৭৮?

এই রকম আয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) এই ধরনের রিয়া'কে খাটি মুনাফিকির সাথে সংযোগ সাধন করেছেন। এই ধরনের রিয়া' শিরক কিন-নীয়াহ্ ওয়াল-ইবাদাহ ওয়াল-ক্বস্‌দ (একজনের নিয়ত এবং লক্ষ্যের শিরক) এর নিকটবর্তী। প্রতীয়মান, এই ধরনের নেকআমল আল্লাহর (সুবঃ) কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং এটা মুনাফিকির আত্মিক রোগের একটি শক্ত পূর্ব লক্ষন।

***যখন আমলটি করা হয়ঃ** এমতাবস্থায়, একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শুধু আল্লাহর জন্য আমল শুরু করে কিন্তু যখন সে খেয়াল করে লোকজন তাকে দেখছে তখন সে আমলগুলো আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে, সে প্রকৃত লক্ষ্যে যা, তার থেকে অধিক ধার্মিক হিসেবে প্রমান করার উদ্দেশ্যে। উদাহরণ স্বরুপ- সে মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করা শুরু করেছে এবং যখন সে জানতে পারল লোকজন তার দিকে মনযোগ দিয়েছে তখন সে তাদের জন্য তার কণ্ঠকে সুন্দর করবে এবং খুবই আবেগ দেখানোর চেষ্টা করে, যখন সে শাস্তি অথবা পুরুস্কারের আয়াত তেলাওয়াত করে।

নবী (সাঃ) বলেন- এই ধরনের রিয়া সম্পর্কেঃ "ও লোক সকল! লুকায়িত শিরক থেকে সতর্ক হও। লোকজন জিজ্ঞাসা করল, ও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) লুক্কায়িত শিরক কি? তিনি উত্তর দিলেন, এক ব্যক্তি সালাতে দাঁড়িয়েছে এবং যখন সে দেখল লোকজন তাকে দেখছে, সালাত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করে, কারণ তারা তাকে দেখছিল। এটাই লুকায়িত শিরক।"৭৯

[২৯] সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ।

যে কেউ এরকম আমল করল সে পুরুষ্কার পাবে কিনা, আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। একদল আলেমের মত, এই রকম সকল আমল বর্জন করা হবে, যেহেতু শির্কের দ্বারা দোষী। অন্য দল, সালাত এবং সাওমের মত আমল যেগুলো বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় না এবং জ্ঞান বিতরন এবং কুরআন তিলাওয়াত এর মত আমল যেগুলো বিভক্ত করা যায়, এই সব আমল গুলো পৃথক করেছেন।৮০

কথায়, সালাতের প্রসঙ্গে বলা যায়, হয় সম্পূর্ণ সালাত গ্রহণ যোগ্য।৮১ নতুবা সম্পূর্ণ সালাত বর্জনযোগ্য।৮২ এভাবেই; কুরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে বলা যায়, ঐ তিলাওয়াতের একটা অংশ গ্রহণ করা সম্ভব এবং অবশিষ্টাংশ বর্জণ করা যায়।৮৩ এই আলেমগণের মতানুসারে যারা এই পার্থক্য করেছেন, এগুলো শুধু মাত্র সেই আমল যা আংশিকভাবে গ্রহণ করা যায়।৮৪

এখানে যে গুরুত্ব পূর্ণ দিকটি উপলব্ধি করতে হবে যে, একজন যে তার আমলের নিয়্যাত মিশ্রিত করেছে বিপদজনক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সাথে, যদিও সকল পুরুষ্কার নয়। নিঃসন্দেহে এই ধরণের আমল শুধুমাত্র নিদারুন যন্ত্রনার কারণ হবে বিচার দিবসে, ঐ ব্যক্তির জন্য যে এটা করেছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ মহিমান্বিত, সর্বোৎকৃষ্ট- বলেন, "আমি সবচেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন শরীকের প্রয়োজন ব্যতীত। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সংগে অন্যের জন্য আমল করে, আমি তাকে ত্যাগ করব এবং আমার সাথে যাকে সে শরীক করেছে।৮৫ (বিঃদ্রঃ সে যে আমল করেছে তার জন্য সে কোন কল্যাণ পাবে না।)

*<u>**আমলটি করার পরঃ**</u> সর্বশেষ পর্যায়ে ঘটে যখন একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর (সুবঃ) জন্য ইবাদত করে, তখন লোকজন এটার জন্য তার প্রশংসা করা শুরু করে। সে তখন এই আমলের জন্য গর্ব অনুভব করতে শুরু করে এবং প্রশংসা পেয়ে খুশী হয় যা মানুষদের থেকে পায়। বস্তুতঃ সে চায়, লোকজন তার আমলটির ব্যাপারে আরও বলুক এবং লোকজন থেকে তার প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে।৮৬

এমনকি যদিও এই ব্যক্তি প্রথমে আন্তরিকভাবে আল্লাহর (সুবঃ) জন্য আমলটি করছিল, অবশেষে শয়তান সফল হয় আগে তার প্রতি চাপ বৃদ্ধি করতে এবং তাকে যুক্তি প্রয়োগ করে ঐ দূর্বল কাজটির ব্যাপারে গর্বিত হতে যা সে করেছে।

অন্য একটি উদাহরণ যা এই পর্যায়ে পড়ে যখন কিছু লোক একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ করে ফিরে আসে, এবং অবিরাম প্রশংসার সময় যা তাদেরকে করা হয়। তারা অবশেষে তাদের জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে যায় এবং প্রশংসা বাণী উপভোগ করতে শুরু করে যা তাদের প্রতি বর্ষণ করা হয়। জনসমাবেশে তাদের উল্লেখিত নাম শুনতে তার পছন্দ করে এবং জনগণের মাঝে তাদের খ্যাতি ছড়াতে চায়।

এই ধরণের আমল যা রিয়া'র যোগ্য করে তোলে, এগুলোর ক্ষেত্রে মতের ভিন্নতা রয়েছে; যেমন- কিছু আলেম মত প্রকাশ করেন সে একদা এক ব্যক্তি একনিষ্ঠ এবং যথাযথভাবে একটি আমল সম্পাদন করব, যা আল্লাহর (সুবঃ) কাছে গ্রহণ যোগ্য। এরপর এমন কিছু ঘটে তারপর ঐ কাজটি অবান্তর হয়ে যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, ঐ ব্যক্তি আমলটির সম্পূর্ন পুরুষ্কার পাবেনা যা সে করেছিল, পরবর্তী সময়ে অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে মাশুল দেয়।

মনে হয় শক্তিশালী মত এটাই যা সম্ভবতঃ এক ব্যক্তি লোকজনের প্রশংসা পেতে ইচ্ছা করে এবং গর্ব অনুভব করতে শুরু করার আগমুহূর্ত পর্যন্ত তার কৃত আমলের পুরুষ্কার পেতে থাকবে। তার নিয়্যাত পরিবর্তনের পর, সে তার কৃত কাজের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব এই ব্যক্তি তার আমলের পূর্ণ পুরুষ্কার পাবে না- এবং আল্লাহই (সুবঃ) সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই ধরণের রিয়া সনাক্ত করা এবং পরাভুত করা খুবই কঠিন। যেহেতু একজন ব্যক্তি মনে করে যে, সে আল্লাহর (সুবঃ) সন্তুষ্টির জন্য কাজটি করেছে। ইবন আল-যাওযী বলেন, "জেনে রাখ যে, যদি একজন ঈমানদার আন্তরিকভাবে আল্লাহর (সুবঃ) সন্তুষ্টির জন্য আমলটি করে এবং এরপর রিয়া' তাকে সংক্রামিত করে এবং তার আমল তাকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে বিপদে ফেলে পালিয়ে যায়।৮৭

যে কোন প্রকারে, এই বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, যখন একজন ব্যক্তি নিজেই রিয়া'র ফলাফল উপলব্ধি করে, এবং তৎক্ষনাৎ সে তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং নিয়তে একনিষ্ঠতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এই ক্ষনস্থায়ী রিয়া'র অনুভুতি তার আমলের পুরুস্কারের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলবে না, কারণ সে এর প্রভাবকে অতিক্রম করতে সক্ষম এবং সে তার কামনা-বাসনার শিকারে নিজের পতিত হওয়াকে কখনই মেনে নেয় না। যারা শয়তানের কুমন্ত্রনাকে অতিক্রম করতে পারে আল্লাহ (সুবঃ) তাদের প্রশংসা করেছেন নিম্নের আয়াতে-৮৮

আল আরাফঃ২০১

অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, একজন সত্যিকার ঈমানদারের অনেক বৈশিষ্ট্যের একটি বৈশিষ্ট হলো, প্রশংসার সময় অসস্তি বোধ করা, কারণ এই উপহার যে, তার নিয়তকে লক্ষ্য করে ভয়ানক বিপদ, যা সে উপলব্ধি করে।

কতিপয় আলেম লিখেছেন–

"এটা সম্ভব যে একজন আবেদ রিয়া'কে এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন অন্যান্য লোকজন তার আমলকে উল্লেখ করে এবং তার প্রশংসা করে, এই ধরনের প্রশংসার ক্ষেত্রে সে অস্বস্তি এবং অপছন্দ সূচক কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়না। বরং, খুশী হয় এবং ভাবে যে এই ধরণের প্রশংসা তার জন্য তার ইবাদতকে সহজ করে দিবে। এই অনুভূতি লুকানো শিরকের খুবই সুক্ষ অভিব্যক্তি ...... এবং এক্ষেত্রে আরও সম্ভব যে একজন ব্যক্তি তার আমলকে লুকাতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন অন্যান্য লোকজন তার সাথে সাক্ষাৎ করে, সে আশা করে যে তারাই প্রথমে তাকে অভিবাদন জানাবে। এবং চমৎকার আদব কায়দার মাধ্যমে তার সাথে ব্যবহার করবে। সে আশা করে যে, তার প্রয়োজনে সাহায্যের ক্ষেত্রে তারা প্রবল উৎসাহী হবে। এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে তার সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হবে, এবং যেকোন সভাতে তাকে স্থান দেওয়া হবে। যদি তারা এগুলো না করে, তাহলে সে প্রতারিত বোধ করে, পরবর্তী কালে, তার কৃত আমলগুলোর জন্য সে সুন্দর আচরণ এবং সম্মান আশা করে ....."৮৯

২. **<u>রিয়া'র পদ্ধতিঃ</u>** দ্বিতীয় প্রকারের রিয়া'র শ্রেণী বিভাগ করা যেতো, রিয়া সম্পাদিত হওয়ার ধরণ দ্বারা। রিয়া সম্পাদিত হতে পারে শরীরের প্রত্যেকটি অংগ-প্রতঙ্গ দ্বারা অথবা বাহ্যিক কোন সাহায্য ছাড়াই।

বিভিন্ন ধরণের রিয়া'র কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

***<u>সামগ্রিকভাবে শরীরঃ</u>** এটা ঘটতে পারে, উদাহরণ স্বরুপ, সালাতের সময় অথবা যখন দান করে। শরীরের সমস্ত ক্রিয়া এই শ্রেণীতে পড়ে। এটাই সেই শ্রেণী যা সর্ব সাধারনে রিয়া হিসেবে বোঝে।

এমনকি অতিসুক্ষ আমলের ক্ষেত্রেও রিয়া হতে পারে। একদা আল-হামাল আল-বসরী৯০ উঠে বক্তৃতা করছিলেন, এবং শ্রোতাদের মধ্যে একজনের মনে হঠাৎ গভীর আকুলতা বোধ হলো কারণ বক্তৃতাটি তার অন্তরে আখিরাতের ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি করেছিল। আল-হাসান তাকে বললেন, "যদি এই আকুলতা বোধ আল্লাহর (সুবঃ) জন্য হয়, তাহলে তুমি সচেতনার বিষয়ে নিজের সহযোগী হয়েছে, এবং যদি এটা আল্লাহ (সুবঃ) ছাড়া অন্যের জন্য হয়, তাহলে তুমি নিজেকে ধ্বংস করলে!।"৯১

অতএব, এমনকি জনসাধারনের এই নিরর্থক ঘটনার পিছনে সম্ভাব্য দুটির মধ্যে যেকোন একটি নিয়তকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়।

* **<u>বক্তব্যঃ</u>** যারা বক্তৃতা, খুতবা ৯২ অথবা ইসলামিক আলোচনা করে তাদের জন্য অতিসাধারণ রিয়া'র মধ্যে এটি একটি। শ্রোতাদের জন্য প্রকৃত উদ্যেগ গ্রহণ এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করার অনুভূতির পরিবর্তে, কিছু বক্তা তাদের সুন্দর বাচন ভঙ্গির মাধ্যমে শুধুমাত্র অন্যের মধ্যে রেখা পাত করতে চায়, এবং সমাজে শুধুমাত্র তাদের যশ ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

অন্য উদাহরণ স্বরুপ, একব্যক্তি যে সব সময় তার বন্ধু এবং পরিচিত জনদেরকে ভাল কাজ করতে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বিশেষভাবে উদ্ধৃত করে, ইসলাম (দাওয়াহ) প্রচারের উদ্দেশ্যে নয় বরং আভাস দেয় যে সে ব্যক্তিগতভাবে খুবই ধার্মিক। এই ব্যক্তি সব সময় ইসলাম, এবং জাহান্নাম সম্বন্ধে কথা বলবে, যেকোন সমাবেশে কিন্তু ভাষণ দিয়ে জনগণের ব্যাপারে কোন উদ্যেগ গ্রহনে তার অন্তরে কোন প্রকৃত অনুভূতি থাকে না। সমাজে সুনাম অক্ষুন্ন রেখে চলাই তার একমাত্র কাম্য।

সুতরাং এই ধরণের অতিসুক্ষ রিয়া' যা, এমনকি স্বয়ং নিজের সমালোচনাও রিয়া'র মধ্যে পড়তে পারে। ইবন রজব বর্ণনা করেছেন যে, "যথার্থ সময়ে এখানে উল্লেখকৃত চোখে ধুলা দেওয়া কাজ; যা ঐ ব্যক্তির যে জনসম্মুখে নিজের সমালোচনা করে, যাতে লোকজন ভাবতে পারে যে, সে বিনয়ী এবং নিরহঙ্কারী এবং এ কারণে তার প্রশংসা করে। এটি অতিসুক্ষ ধরণের রিয়া'র মধ্যে একটি এবং সালাফগণ এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। মুত্বারিফ ইবন আব্দিল্লাহ বলেন, "লোকজনের সম্মুখে নিজের সমালোচনা দ্বারা একজন নিজ আত্মাকে সম্মানিত করতে চায়। নিশ্চয়ই আল্লাহর (সুবঃ) দৃষ্টিতে এটা খাটি নির্বুদ্ধিতা"৯৩

রিয়া’ সম্প্রসারিত হয় বক্তব্যের মাধ্যমে, আরও প্রয়োগ করা যায় অনুচ্ছেদ এবং বই লিখে একজনের খ্যাতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। এভাবেই সুরেলা কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে জনগণকে প্রভাবিত করা যায়। এই ধরণের রিয়া’ সুমা হিসাবে পরিচিত।

ইবন আল জাওযী বলেন, “ইলমের ব্যাপারে যারা অগ্রগামী শয়তান তাদের অনেককে বিভ্রান্ত করেছে, কারণ তারা ঘুমিয়ে রাত পার করেছে এবং বই লিখে সমস্ত দিন খরচ করেছে এবং শয়তান তাদেরকে বিশ্বাস করতে প্ররোচনা দেয় যে, তারা এটা করছে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ভিতরের মতলব হলো, তারা তাদের খ্যাতি ছড়াতে ইচ্ছা করে এবং লোকজনের মাঝে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করতে চায়। শয়তানের এই গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ করার নীতি হলো দেখতে হবে যদি, সে খুশী হয়, এর সাথে তার নাম জড়িত হওয়া ব্যতিরেকেই তার ইলম ছড়াচ্ছে এটা দেখে অথবা যদি সে খুশী হয় ইলমটি অন্যের মাধ্যমে ছড়াতে দেখলে। এই খুশীভাবে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্যই ঘটে যার মতলব একনিষ্ঠভাবে ইলম ছড়ানো। ইমাম আস্-শাফিয়ী বলেছেন, “আমি কামনা করি যাতে লোকজন এই ইলম থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে, এটা ব্যতিরেকে আর কখনও অন্য কোন ইলম শিক্ষা আমি করিনি এটা ছাড়া আমার প্রতি আরোপিত রিয়া’ হবে ....”৯৪

<u>দৃষ্টিগোচরতা/ চেহারাঃ</u> চেহারা অগোছালো রাখা এবং খুবই বিত্তহীন পোষাক পরিধান করার মধ্যে রিয়া’ সম্পৃক্ত হতে পারে। এটা সেই ঘটনা যখন একাগ্রতা, একব্যক্তির প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করে যে তার চেহারার তোয়াক্কা করেনা এবং যে শুধুমাত্র পরকালের বিষয়ে উৎসাহী। অথবা এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিনতি আনতে পারে, যা এক ব্যক্তি খুবই আকর্ষণীয় পোষাক পরিধান করে তার নিজের মনোযোগ আকর্ষণ করতে, অথবা সামাজিক রীতি অনুসারে আলেমদের পোষাক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যাতে লোকজন তাকে একজন আলেম হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। এই উভয় ধরণে চারিত্রিক গুণাবলী একজন ভাল মুসলিমের নীতির বিপরীত। যদি এক ব্যক্তির ভাল পোষাকের সামর্থ থাকে, তাহলে তার সুন্দরভাবে পরিধান করা উচিৎ, অপচয় ছাড়া এবং দেখানো উচিৎ আল্লাহ (সুবঃ) তাকে যা দান করেছে। যেকোন প্রকারে যদি এক ব্যক্তির অকৃত্রিমভাবে এই ধরনের পোষাকের সামর্থ না থাকে তাহলে তার সামর্থ অনুযায়ী পোষাক পরিধান করা উচিৎ। আল্লাহ (সুবঃ) মুনাফিকদের বাহ্যিক চেহারার সাথে তাদের নিজেদের প্রকৃত অবস্থার সাথে তুলনা করে পরিণতি সম্বন্ধে নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

আল-মুনাফিকুনঃ৮ ৯৫

ইবন আল যাওজী বলেন, “ঐ সকল কিছু সন্যাসী যা ছেড়া কাপড় পরিধান করে, এবং ছেড়া অথবা ছিদ্রগুলো সেলাই করে না। এবং তারা পরিপাটি করে পাগড়ীও বাধে না এবং দাড়ীও আচড়ায় না, যাতে লোকজন ভাবে যে এই দুনিয়ার কোন মূল্য তাদের কাছে নেই। এই কাজ সুস্পষ্ট রিয়া’র একটি .... অদ্যাবধি এটা নাবী (সাঃ) এর আমল ছিল না, সাহাবী (রাঃ) দেয় না, কারণ নাবী (সাঃ) তাঁর চুল আচড়াতেন এবং তেল দিতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। একই সঙ্গে পরকাল সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে সচেতন ব্যক্তি ছিলেন।

* **<u>সঙ্গী এবং একই শ্রেণীভুক্তরাঃ</u>** এমনকি লোকজনের মধ্যে ঐ ব্যক্তি যে নিজের সহযোগী হওয়ার সাথেই রিয়া’র কারণ ঘটাতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ, যদি এক ব্যক্তি নিজেকে একজন আলেমের সঙ্গে পরিচিত করে যাতে সবাই জানতে পারে যে সে এই আলেমের একজন ছাত্র; অথবা যদি ব্যক্তিগতভাবে একজন ধার্মিকের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় যাতে এটা বলা হতে পারে যে সে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা এ ধার্মিকের সঙ্গী- এটাও রিয়া’র পর্যায়ে পড়ে। প্রকৃত কারণ হলো, একজনের উচিৎ আল্লাহর (সুবঃ) জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করা, এবং আমাদের উচিৎ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চেষ্টা করা যাদের আমরা ধার্মিক এবং আলেম হিসেবে, এমনকি এর থেকেও বেশী ধারণা করি- লোকজন দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর (সুবঃ) উদ্দেশ্যে।

* **<u>পরিবারঃ</u>** অনেক পিতামাতা কামনা করে যে, তাদের বাচ্চারা আমলদার মুসলিম হিসাবে বেড়ে উঠুক, তাদের দ্বীনের ইলম অর্জন করুক। এটা একটা অপরিহার্য বাসনা যে সকল মুসলিম পিতামাতার ধৈর্য্যশীল হওয়া উচিৎ। কিন্তু আরও একবার, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে পিতামাতা এবং স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর (সুবঃ) জন্য তাদের আদরের সন্তানদের ভাল কামনা করবে এবং অন্য কোন কারণে নয়।

একটি উদাহরণ এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে পারে। বাচ্চাদের ইসলামিক বিষয়ে প্রতিযোগীতা এখন অনেক দেশে অতি সাধারণ ঘটনা। এই ধরণের প্রতিযোগিতা যুবকদেরকে তাদের ধর্ম শিক্ষা করার বড় ধরণের সুযোগ করে দেয়। যাইহোক, কিছু পিতামাতা, তাদের বাচ্চারা এই প্রতিযোগীতাগুলোতে উচ্চপর্যায়ের নৈপুন্য প্রদর্শন করতে না পারলে, অস্থির হয়ে পড়ে

এবং নিরপেক্ষ বিচারের অভাব অথবা অন্য কোন অদ্ভুত অভিযোগ দায়ের করতে শুরু করে। একজন অবশ্যই অবাক হতে পারে যখন তাদের প্রকৃত অভিপ্রায় তাদের বাচ্চাদের ইসলাম শিখতে উৎসাহিত করা অথবা প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র উচ্চ পদ অর্জন করা। অন্যান্য পিতামাতারা লোকজনের সামনে তাদের বাচ্চাদের নিয়ে গর্ব করতে পারে, সবাইকে বলে, "আমার কন্যা কুরআনের এতগুলো শুরা মুখস্ত করেছে, "অথবা" আমার ছেলে অনেক জায়গায় বক্তব্য ও বিবৃতি দেয়," এছাড়া অন্য কথাও বলে। আবার, যদি পিতা মাতারা তাদের সন্তানদের সৎকর্ম করতে উৎসাহিত করে যাতে তারা সন্তানদের সৎকার্য নিয়ে মানুষের কাছে গর্ব করতে পারে অথবা এই জন্য যে তারা গর্ব অনুভব করতে পারে অথবা এই জন্য যে তারা গর্ব অনুভব করতে পারে যখন এই মন্তব্যগুলো তারা করে, এটাও রিয়া'র পর্যায়ে পড়ে। বরং পিতামাতাদের একমাত্র আল্লাহর (সুবঃ) জন্য তাদের সন্তানদের ইসলামিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিৎ, এবং তাদের সন্তানরা যা অর্জন করে তার জন্য আল্লাহর (সুবঃ) কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া। যদি তারা অন্য লোকদের কাছে এই বিষয়ে বলে তাহলে অহমিকা শুরু হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিৎ এবং গর্ব অনুভব করার পরিবর্তে তাদের উচিৎ একনিষ্ঠভাবে অন্যান্য পিতামাতাদের উদ্বুদ্ধ করা, তাদের সন্তানদের জন্য একই কাজ করতে। এই নীতি, স্বামী-স্ত্রী অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়।

রিয়া'র অনেক অনেক উদাহরণ আছে, আমাদের তালিকা করার অত জায়গা নেই, কিন্তু এটা আশা করা যায় যে, এই পর্ব থেকে এটা দেখা যেতে পারে, যেখানে নাবী (সাঃ) রিয়া' সম্পর্কে বলেছেন।" পিপিলিকার চলাচলের থেকেও নিঃশব্দ! এমনকি অতি সাধারণ এবং নিস্পাপ কর্মও রিয়া'য় পর্যবসিত হতে পারে যদি সঠিক নিয়ত করা না হয়।

টীকা

৭৮. ৮ঃ১৪২

৭৯. ইবন খুয়াইমাহ্ কর্তৃক সংগৃহীত। এই বর্ণনার পরবর্তী অংশ সুনাম ইবনে মাজাহতে পাওয়া যায়।

৮০. এই বিভক্তকরন অন্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় যেমনঃ যদি আমলটির শেষ অংশ এর প্রথম অংশের নির্ভূলতার উপর নির্ভর করে, তাহলে এটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যাবে না। যদি, যে কোন প্রকারে, শেষ অংশ প্রথম অংশের উপর নির্ভরশীল না হয় (অথবা ঐ বিষয়ের যেকোন অংশের উপর), তাহলে এটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যাবে।

৮১. কবুলকৃত সালাতের পুরুস্কার আনুপাতিক হারে তারতম্য ঘটে, এটা নির্ভর করে যে ব্যক্তি এটা করেছে তার খুশু-খুজুর স্তর অনুযায়ী।

৮২. উদাহরণ স্বরুপ, যদি একজন সালাম ফিরানোর আগেই ওযু ত্যাগ করে, তাহলে সমস্ত সারাত মুল্যহীন, একইভাবে, যদি একজন মহিলার রিতুস্রাব সূযাস্তের ঠিক পূর্বে শুরু হলে ঐ দিনের সওম মূল্যহীন হবে এবং পুনরায় সওম পালন করা লাগবে।

৮৩. উদাহরণ স্বরুপ, প্রথমতঃ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে হবে তাজবীদ সহকারে (তিলওয়াতের নিয়মনুসারে), এবং অবশিষ্টাংশ তাজবীদ ছাড়া তিলাওয়াত করলে।

৮৪. দেখুন, জামি আল-উলুম ওয়াল-হিকাম পৃঃ৮৩, এ বিষয়ে বিস্তারিতর জন্য।

৮৫. সহিহ্ মুসলিম এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে সহিহ আল জাম।

৮৬. প্রকৃত বিষয় থেকে ভিন্ন যে এক ব্যক্তি খূশী হয় যখন লোকজন তার প্রশংসা করে। গর্ব অনুভব এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা, লোকজনের প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া থেকে ভিন্ন বিষয়। এটা খুবই প্রয়োজন, সুতরাং গর্ব এবং খূশীর মধ্যে পার্থক্য নিরুপন করতে হবে। দেখুন সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম বিষয়।

৮৭. তালবীস ইবলিস, পৃঃ১৯৫

৮৮. ৭ঃ২০১

৮৯. কিতাব আল-ইখলাস পৃঃ৬০

৯০. তিনি তুলেন আবু সায়ীদ আল-হাসান আল-বসরী (২১-১১০ হিজরী), সাহাবাগণের অন্যতম বিখ্যাত ছাত্র। তিনি সুপরিচিত তার জ্ঞান ও সাধনার জন্য। বকর আল মুজানী বলেন, "কেউ যদি তার সময়ে সবচেয়ে জ্ঞান্য আলেমকে দেখতে চায়, তাহলে সে যেন আল-হাসানকে দেখে কারণ আমরা তার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী আলেম হিসাবে আর কাউকে পাইনি।" দেখুন- তাহযীব আত-তাহযীব, খন্ড-২, পৃঃ২৬৩।

৯১. তালবীস ইবলিস পৃঃ৩৩২

৯২. জুম্মার সালাতের পূর্বে যে বক্তব্য দেওয়া হয়।

৯৩. আল-ইখলাস ওয়া আস-শিরক আল-আসবার পৃঃ১৩

৯৪. তালবীস ইবলিস পৃঃ১৫১

৯৫. ৬৩ঃ৪

অধ্যায়ঃ ৭

যে সকল কাজ রিয়া নয়

অপ্রত্যাশিত প্রশংসা

এটি একটি সাধারণ বিষয় যে, মানুষ ঐ সকল ব্যক্তির প্রশংসা করে থাকে, যাদেরকে তারা ভাল কাজ করতে দেখে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি তারা দ্বীনি আলোচনায় উপস্থিতির মাধ্যমে কেউ উপকৃত হয় তাহলে সে বক্তার কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জানিয়ে থাকে। এ ধরনের প্রশংসার কারণে একজন ব্যক্তির আমল ধ্বংস হয়ে যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত তার এ কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য করা হয়ে থাকে এবং এটি তার নিয়্যতের উপরও কোন প্রভাব ফেলবেনা।

আবূ যার আল গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট আরয করা হল, "সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি অভিমত, যে নেক আমল করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে?" তিনি বললেন, "এতো মু'মিন ব্যক্তির জন্য তাৎক্ষণিক সুসংবাদ।" (সহীহ মুসলিম, খন্ড- ৭, হাদীস নং- ৬৪৮০)

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই দৃঢ় ও বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। উপরন্তু, একজন সত্যিকার ঈমানদার এ ধরনের প্রশংসাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, কারণ সে জানে এর দ্বারা তার অন্তর বিপথগামী হতে পারে এবং বিশুদ্ধ নিয়্যত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

আনন্দ ও গর্ব অনুভব করার মধ্যে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে । যখন কাউকে প্রশংসা করা হয়, তখন তার অন্তরে যে আনন্দের অনুভূতি জাগে তা তার নিয়ন্ত্রনের বাইরে, এরূপ অনুভূতিতে দোষের কিছু নেই। তারপরও এই অনুভূতিকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করা উচিত, যা খুব সহজেই একজনকে অহংকারী হওয়ার দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং এভাবেই তা পরবর্তীতে রিয়ার দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, একজন সত্যিকার ঈমানদারের অন্তরে আনান্দদায়ক অনুভূতির কারণ হবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, কেননা এর চেয়েও বড় নিয়ামত তাকে দান করা হয়েছে।

আমরা আমাদের উদাহরণের দিকে ফিরে যাই, ধরে নেই একজন ব্যক্তি কোন দ্বীনি আলোচনায় একটি বক্তৃতা দিয়েছেন যা শ্রোতাদের মধ্যে দারুন প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং এর কারণে তারা আল্লাহর দ্বীনের আরও নিকটে আসতে পেরেছে। পরবর্তীতে কিছু শ্রোতা তার বক্তৃতার জন্য তাকে অভিনন্দন জানায় ও প্রশংসা করে। একজন সত্যিকার ঈমানদার এ প্রশংসার জন্য আনন্দ অনুভব করবে এবং বুঝতে পারবে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিয়ামত দান করেছেন যার মাধ্যমে সে অনেক মানুষকে পথ দেখানোর সুযোগ পেয়েছে। এটি তাকে আল্লাহর প্রতি আরও কৃতজ্ঞতা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে একজন দূর্বল ঈমানদার অথবা মুনাফিক ব্যক্তিকে প্রশংসা করলে, সে তা উপভোগ করতে থাকে এবং গর্ব অনুভব করতে শুরু করে এই ভেবে যে, সে এই প্রশংসার দাবীদার এবং আরও মনে করে আল্লাহর কোন সাহায্য ছাড়াই সে এ কাজটি করতে পেরেছে । সে ভূলে যায় যে, এটা ছিলো আল্লাহর অনুমতিতে যার দ্বারা মানুষেরা প্রভাবিত হয়েছে।

এ ধরনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার খ্যাতি ও সুনাম ছড়িয়েছে তার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তবে এটা তখনই দূষনিত হবে যখন সে তা করবে খ্যাতি ও সুনাম ছড়ানোর আশায় ।

এটা আরও স্মরন থাকা উচিত যে, কারও সামনা সামনি তার প্রশংসা করা একটি নিন্দনীয় কাজ । এটি খুব সহজেই তাকে আত্ম- অহংকারী মনভাবের দিকে পরিচালিত করে ।

হাদীস

হাদীস

এই হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন কারো সামনা সামনি অপর ভাইয়ের প্রশংসা করা এই শর্তে যে, তাকে কিছু কথা সংযোজন করে বলতে হবে । সত্যিকার অর্থে, একজন ব্যক্তি সে জানে না আসলেই সে যার প্রশংসা করছে সে তার প্রাপ্য কিনা । একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ঐ ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন ।

বাহ্যিক সুন্দর্যঃ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুন্দর পোষাক পরিধান করা কখনও কখনও রিয়ার আওতাভুক্ত হতে পারে, যদি সে তা পরিধান করে অন্য কাউকে আকৃষ্ট করার জন্য । অন্যদিকে, সুন্দর পোষাক পরিধান করা যদি মানুষকে আকৃষ্ট ও প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়ে নিজেকে ভাল ও উত্তম ভাবে পরিবেশনের জন্য হয়, তাহলে এটি রিয়ার দিকে নিয়ে যাবে না ।

হাদীস

সুতরাং এটা হচ্ছে সুন্নাহর একটি অংশ যে, কেউ নিজেকে সুন্দর ও উত্তম ভাবে প্রকাশ করা জন্য চেষ্টা করে থাকে ।

অন্যকে উপদেশ দেয়াঃ

কিছু সংখ্যক মুসলিম ভাইরা আছেন যারা অন্যকে ভাল কাজের উপদেশ দেয়ার সময় নিজেদের গুনাহগুলোর জন্য বিব্রত বাধ করে থাকেন এবং এটি কে রিয়ার মধ্যে গন্য করেন । তারা বলেন আমি কে (?) যে অন্য কাউকে উপদেশ দেব ------আমি নিজেই এই এই গুনাহ করছি? বিশেষকরে তারা আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতটি উল্লেখ করে থাকেনঃ

(সূরা-২ঃ৪৪)

এই আয়াত দ্বারা ঈমানদারদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তাদের নিজেদের ভাল কাজ করার জন্য যখন তারা অন্য কাউকে ভাল কাজ করতে আদেশ করে । তবে এই ধরনের চিন্তা করা শয়তানের থেকে একটি প্রতারণা যে, একমাত্র ঐ ব্যক্তিই ভাল কাজের আদেশ করতে পারবে যে নিজে ভাল কাজ করে থাকে । এমনকি যদি একজন ব্যক্তি কিছু গুনাহ করতে থাকে, তারপরও তার উপর দায়িত্ব হচ্ছে অন্যকে বলা কোন্‌টি সঠিক ও কোন্‌টি ভুল এবং যদি তা না করা হয় তবে সে অন্যের গুনাহের সাথে জড়িয়ে পরবে ।

ইবন আল-জাওজিয়া (রহঃ) বলেছেন, "শয়তান এমন অনেক ধার্মীক ইবাদতকারীর উপর বিজয় লাভ করে এই প্রতারণার মাধ্যমে যে, যখন সে কোন খারাপ কিছু দেখে তখন সে তার বিরুদ্ধে কিছু বলে না । এর কারণ হিসাবে সে বলে, একমাত্র পরহেজগার ব্যক্তিই ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে পারে এবং আমি নিজেকে পরহেজগার মনে করি না, তাহলে কিভাবে আমি এ কাজ করতে পারি । এটি মারাত্মক ভুল ধারণা, প্রত্যেকেরই দায়িত্ব সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজের নিষেধ করা যদিও তার নিজের মধ্যে বড় গুনাহ থেকে থাকে তবুও ।

নিজের গুনাহকে গোপন করাঃ

উপরোক্ত বিষয়ের মতই অনুরূপ, কিছু লোক মনে করে নিজের গুনাহ গোপন করা হচ্ছে মুনাফিকী কাজ এবং যে ব্যক্তি গুনাহ করে তার উচিত নিজেকে ও তার গুনাহকে প্রকাশ করে দেয়া, যাতে মানুষ তার আসল চরিত্র জানতে পারে ।   এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাও এসেছে শয়তান থেকে । একজন ব্যক্তির উচিত তার গুনাহকে আল্লাহ এবং তার নিজের মধ্যে গোপন রাখা এবং জনসমূক্ষে প্রকাশ হওয়া ছাড়াই তার আমলকে সংশোধন করা ।

হাদীস

জনসম্মুখে গুনাহের প্রকাশ করার দ্বারা এটি সম্ভাবনা আছে অন্যেরা এর মধ্যে প্রবেশ করা শুরু করবে এবং অবশেষে সে নিজেই হয়ে যাবে সমাজের মধ্যে খারাপ কাজের প্রচারকারী । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(সূরাঃ২৪ঃ১৯)

এর অর্থ এই নয় যে, সে যত খুশি তত গুনাহ গোপনে করতে থাকবে। এর অর্থ হল জনসম্মুখে গুনাহ করা গোপনে গুনাহ করার চেয়ে বেশী খারাপ কাজ, সত্যিকার অর্থে আমাদের গুনাহকে গোপন করা কোন খারাপ কাজ নয়, কিন্তু কিছু সময়ে তা আমাদেরকে করতে নিষেধ করা হয়। উসামা ইবন শারিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"এমন কাজ করো না যা অন্যে কেউ দেখাকে তুমি অপছন্দ কর, এমনকি যদি তুমি একাও থাক।" (ইবনে হিব্বান, সহীহ আল-জামী)

আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সামনে ভাল আমল বৃদ্ধি পাওয়াঃ

এটা খুবই সাধারণ বিষয় যখন কোন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহভীরু অথবা জ্ঞানী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে যায় তখন তাঁর উপস্থিতি তাকে প্রভাবিত করে থাকে। যেমনঃ তাঁরা তাকে তাহাজ্জুত সালাতের আহবান জানাতে পারে যদিও এটি তার পূর্বে অভ্যাস নাও থাকতে পাবে কিন্তু তবুও সে তাদের সাথে তা আদায় করবে।

এ ধরনের আমল যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এবং তাদের সামনে নিজেকে তাদের মত আল্লাহভীরু প্রকাশ করার ইচ্ছা ছাড়া করা হবে ততক্ষন পর্যন্ত এটি রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হবে না।

এ কারণেই রাসূল (সাঃ) আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি (সাঃ) আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের তুলনা দিয়েছেন সুগন্ধী বিক্রেতার সাথে।

"একজন ভাল বন্ধু ও একজন খারাপ বন্ধুর উদাহরণ হল-একজন আতর বিক্রেতা ও একজন কামারের মত। তুমি কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না একজন আতর বিক্রেতার কাছ থেকে। হয় তুমি তার কাছ থেকে কিছু আতর ক্রয় করবে অথবা তুমি সুগন্ধ পাবে তার ----------শেষ পর্যন্ত।"

এ থেকে একটি দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় যে, যদি কোন ভাল কাজ আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তিদের সাথে বিশুদ্ধ নিয়্যতে ও রিয়া মুক্তভাবে করা হয়, তাহলে তা নিয়মিত করাতে কোন দোষের কিছু নেই যদি তা ব্যক্তিগত আমলও হয়।

ধর্মীয় ইবাদত এবং দুনিয়াবী উপকারঃ

কিছু মানুষ আছে তারা রিয়ার বিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না এবং কোন কাজ আল্লাহর সুন্তুষ্টির পাশাপাশি দুনিয়াবী উপকার হলে তা রিয়া বলে মনে করতে থাকে, এটি সঠিক নয়। দ্বীনের কোন কাজ হতে দুনিয়ার উপকার পাওয়া এবং কোন কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একদিকে, একজন ব্যক্তি চেষ্টা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য এবং একই সাথে আশা রাখে আল্লাহর দয়া ও জীবিকার। অন্যদিকে, একজন ব্যক্তির আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন পরয়া করে না অথচ দ্বীনের কোন আমল দ্বারা দুনিয়ার বৈষয়িক সুবিধা কামনা করে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয় এবং গনীমতের মালেরও আশা রাখে, তাহলে এই নিয়্যাত তার জিহাদ করার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিকর হবে না। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জিহাদের মধ্যে গনীমতের মাল নেয়াকে বৈধ করেছেন। এভাবে দ্বীনের কাজ করার মাধ্যমে দুনিয়াবী কোন সুবিধা নেয়া ক্ষতিকর নয়। অন্যদিকে একজন মুজাহিদ যে শুধুমাত্র বের হয়েছে গনীমতের মালের জন্য যে প্রকৃত পক্ষে মুজাহীদ নয়।

অন্য একটি উদাহরণে বলা যেতে পারে, আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন হাজীদেরকে ব্যবসা ও দুনিয়াবী লেনদের করা। এ ব্যপারে তিনি বলেন,

(সূরা-বাকারাঃ১৯৮)

যদি আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন হাজীদেরকে ব্যবসা করার জন্য এবং হজ্জ্বকরা হচ্ছে একটি ফরয দ্বীনি আমল তাহলে কিভাবে নফল কাজের মধ্যে তাঁর অনুগ্রহ /নিয়াম কামনা করা নিষিদ্ধ হয়? একজন ব্যাবসায়ী যিনি হজ্জ করতে চান তাকে অবশ্যই উভয়ের নিয়্যত রাখতে হবে। অর্থাৎ হজ্জ্ব করা এবং ব্যবসা করা। এর দ্বারা তার হজ্জ্ব করা কোন ব্যহত হবে না।

যারা ইসলামের বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন ও তা থেকে বেতন অর্থাৎ নির্ধারিত কিছু গ্রহণ করেন তাদের শ্রমের বিনিময়ে, তারাও এর আওতাভুক্ত হবেন। এটি মুসলিমদের জন্য উপকারী যে, আলেমগণ তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দেন এবং এর থেকে

কিছু দুনিয়াবী বিষয় গ্রহণ করেন, কিন্তু যদি তারা তা গ্রহণ না করতেন তা হলে তারা বাধ্য হতেন এই শিক্ষা দেয়ার কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে যাতে করে তাদের পরিবারের খরচ চালাতে পারেন।

এ জন্যই এ ধরনের ব্যক্তিদের কাজের বিনিময় প্রতিদান করা বৈধ। দ্বীনের কোন কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা এবং দুনিয়াবী কোন সুবিধার জন্য করা পুরষ্কারের দিক থেকে একজন ব্যক্তি কম পাবে।

হাদীসটি লিখতে হবে, আব্দূল্লাহ্ ইবম আমর

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনের কোন কাজকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া শুধুমাত্র দুনিয়াবী সুবিধা হাসিলের জন্য করে থাকে তাহলে সে আল্লাহর নিকট থেকে কোন পুরষ্কার লাভ করতে পারবে না।

অধ্যায়ঃ ৮

রিয়া থেকে বাঁচার উপায়

এখন রিয়ার ভয়াবহতার বিষয়গুলো পরিষ্কার এবং কিছু উদাহরণ দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি কিভাবে রিয়া হয়। তাই এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানা প্রয়োজন আর তা হল কিভাবে রিয়া থেকে বাঁচা যায়।

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, রিয়া করার মূল কারণ হচ্ছে ঈমানের দূর্বলতা। তাই যে সকল আমলের দ্বারা একজন ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়, ঐ সকল আমলের দ্বারাই রিয়ার প্রভাব কমানো সম্ভব। এর মধ্য থেকে কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলঃ-

১) জ্ঞান বৃদ্ধি করাঃ

মুসলিমদের অধিকাংশ জনগষ্ঠির সমস্যার একটি বড় সমাধান হল- দ্বীন সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা। যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

(সূরা ফাতীরঃ ২৮)

তাওহীদ ও এর শাখা প্রশাখার জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারবে শির্ক এবং রিয়ার ভয়াবহতার কথা, সে বুঝতে পারবে আল্লাহ্ তা'আলাই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার একমাত্র যোগ্য এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি তার কামনা করা উচিত।

সূরা আন-আমঃ ৫২

উপরন্তু, সে অন্য কারোর তিরস্কারে ভীত হবে না। বরং বুঝতে পারবে যে তার একটি বিষয়ই আকাঙ্খা করা উচিত যা তাকে আনন্দিত করবে আর তা হল- আল্লাহ্ তা'আলার রহমত লাভ করা এবং এছাড়া অন্য কারো প্রশংসা পাওয়া নয়।

সূরাঃ ইফনুসঃ ৫৮

২) দু'আঃ

রিয়াকে উৎখাত করার অন্যতম মজবুদ ও সহজ হাতিয়ার হল দু'আ করা।

আবু মূসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন আল্লাহ্ রাসূল (সাঃ) একটি খুৎবা দিয়েছিলেন এবং তখন তিনি বলেছেন, "তোমরা গোপন শির্কের ব্যাপার ভয় কর! কেননা এটি পিপিলিকার হাটার চেয়েও বেশী অস্পষ্ট।" এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কিভাবে আমরা এ থেকে বাঁচতে পারি যা কিনা পিপিলিকার হাটার চেয়েও অধিক অস্পষ্ট?" তখন তিনি উত্তরে বললেন, "বলঃ 'হে আল্লাহ্! আমাদের জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্ক থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শির্ক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থণা করছি।'" (আহমেদ, সহীহ আল-জামে)

অন্য আরেকটি বর্ণনায় আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

“তোমাদের মধ্যে শির্‌ক হচ্ছে এমন গোপন যেমন অন্ধকারে পিপিলিকার বিচরণ এবং আমি এমন একটি কথা শিখিয়ে দেব যদি তোমরা তা পাঠ কর, তাহলে তোমরা তোমাদের ছোট ও বড় সকল শির্‌ক থেকে বাঁচতে পারবে। আর তাহল, ‘বলঃ ‘হে আল্লাহ্! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্‌ক থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শির্‌ক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থণা করছি।’

৩) জান্নাত ও জাহান্নামের উপলব্ধি অন্তরে সৃষ্টি করাঃ

একজনের অন্তরে আখেরাতের ব্যাপারে উপলব্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় এবং গুনাহ কে ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। যদি একজন ব্যক্তি এটি বুঝতে পারে যে, তার জীবনের লক্ষ্য খ্যাতি অর্জন বা সম্মান বাড়ানো নয়, অথবা অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বা সন্তুষ্টি অর্জন করাও নয়। বরং তার জীবনের লক্ষ্য হল নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে প্রবেশ করানো। তাহলে সে প্রাণপন চেষ্টা করবে রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য।

সূরা আল-কাহাফঃ ১১০

৪) ভাল আমল গোপন রাখাঃ

রিয়া থেকে বেঁচে থাকার আরেকটি উপায় হল গোপনে আল্লাহর ইবাদত করা। গোপনে ইবাদতের মাধ্যমে দুইটি বিষয় সম্পাদিত হয়। প্রথমতঃ এর দ্বারা অন্যকে আকৃষ্ট করার অথবা অন্যের প্রশংসার দ্বারা ভাল আমল ধ্বংস হওয়ার আশংকা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের আমল একজন ব্যক্তির ঈমানকে বৃদ্ধি করে এবং এভাবেই রিয়া থেকে প্রতিহত হওয়ার সহযোগীতা করে।

আহলে সুন্নাহর কিছু আলেমগণ বলেছেন, “আমাদের পূর্বের লোকেরা এমনভাবে ইবাদত করতে পছন্দ করতেন যে, তাদের স্ত্রী অথবা ঘনিষ্ট বন্ধুরাও এ বিষয় জানতে পারত না”

যখন একজন ব্যক্তি গোপনে ভাল কাজ করে, তখন তার উচিত এই কাজকে সাধ্যমত অন্য কাউকে জানতে না দেয়ার চেষ্টা করা। কারো ভাল আমল অন্য কাউকে জানানো হল শয়তানের একটি প্রতারণা যার মাধ্যমে একজন ঈমানদারকে রিয়ার মধ্যে নিপতিত করে থাকে। সুফিয়ান আস-সাওরী (রহঃ) বলেছেন, “যখন কোন ইবাদতকারী গোপনে কোন ইবাদত করে, শয়তান তাকে ততক্ষণ পযন্ত ওয়াস-ওয়াসা দিতে থাকে যতক্ষণ পযন্ত না সে অন্য কাউকে বলে দেয়। এভাবেই শয়তান গোপন ইবাদতকে জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেয়।”

যখন কোন আলেম দ্বীনি আলোচনায় বক্তৃতা দেয়ার সময় আল্লাহর ভয়ে চোখে পানি আসে তখন তিনি তাঁর মুখ মন্ডল মুছতে থাকেন এবং শ্রোতাদের বলেন, তিনি তীব্র গরম অনুভব করছেন।” টিকা লিখতে হবে

আল্লাহ্ তা’আলা ঈমানদারদের ব্যাপারে বলেছেন,

সূরা যাহরিয়াতঃ ১৮

অন্য কথায়, গোপন ইবাদত হচ্ছে একজন প্রকৃত ঈমানদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

৫) নিজের দোষ ক্রুটির ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়াঃ

যখন একজন ব্যক্তি অনুভব করবে যে, সে রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন খুব দ্রুত তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করা উচিত। তার নিজের দূর্বলতার ব্যাপারে অনুশোচনাই তাকে তার অন্তর থেকে অহংকার মুক্ত, দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং খারাপ কাজের ব্যাপারে তীব্র অনুতপ্ততা অনুভূতি সৃষ্টি করবে ইনশাআল্লাহ।

৬) জ্ঞানী বা আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকাঃ

জ্ঞানী বা আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা এবং তাদের সংস্পর্শে থাকার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি রিয়ার ভয়াবহতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হতে পারে। এ ধরনের লোক তার থেকে অনেক উত্তম হওয়ার কারণে জ্ঞান ও পরহেজগারী উভয় দিক থেকেই সে উপকৃত হয় । তাদের উপস্থিতিতে সে নিজেকে একমাত্র ধার্মীক মনে করে না এবং অপরদিকে, রিয়ার দিকে ঝুকে পরার প্রবণতা থেকেও সে নিজেকে সংশোধন করতে পারে। অন্যদিকে, তারা তার ভাল কাজের অতিরিক্ত প্রশংসাও করে না কারণ এটি রাসূল (সাঃ)- এর সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায়। যা পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এভাবেই রিয়ার ভয়াবহতার প্রভাব কমানো সম্ভব।

৭) রিয়ার বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করাঃ

রিয়ার ভয়ংকর পরিণিতির ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং এটি যে একটি বড় গুনাহ্ তা মানুষের কাছে প্রকাশ করা এবং মানুষকে রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানানোর মাধ্যমে একজনের মনে এ ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং এর নানান দিক জানানোর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার সাধ্য অনুযায়ী রিয়া থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

অধ্যায়-৯

রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়

রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা শেষে আমরা এ বিষয়ের কিছু প্রয়োজনীয় দিক নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হল ঃ

১। রিয়ার ভয়ে ভাল আমল পরিত্যাগ করা ঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রিয়ার মাধ্যমে শয়তান আমাদের ভাল আমলগুলোকে ধ্বংস করে দিতে চেষ্টা করে। তবে, শয়তানের অন্য আরেকটি প্রতারণা থেকেও আমাদেরকে সতর্ক থাকা উচিত, আর তা হল রিয়ার ভয়ে ভাল আমলগুলোকে পরিত্যাগ করা। এটি শয়তানের আরেকটি কৌশল যা মানুষকে ভাল আমল করার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে। যদি সে রিয়ার মাধ্যমে আমাদের ভাল আমলগুলোকে ধ্বংস করতে না পারে, তাহলে সে অন্তরে মাত্রাতিরিক্ত রিয়ার ভয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে ভাল আমল পরিত্যাগ করানোর চেষ্টা করে। একজন সত্যিকার ঈমানদারের অন্তরে রিয়ার ভয় থাকা উচিত, কিন্তু একই সাথে তার এই ভয় আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজের ব্যাপারে বাঁধা হওয়া উচিত নয়।

ফুদাঈল বিন আইয়াদ (রাঃ) বলেছেন, "মানুষের সন্তুষ্টির জন্য ভাল আমল বন্ধ করা হচ্ছে রিয়া। এবং মানুষের সন্তুষ্টির জন্য ভাল আমল করা হচ্ছে শিরক (ছোট)। ভাল আমলের সঠিক নিয়্যত হল যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এই উভয় প্রকারের সমস্যা থেকে উদ্ধার করবেন।" যাই হোক, যে সমস্ত আমল জনসম্মুখে করা বাধ্যতামূলক, যেমনঃ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া, হজ্জ্ব করা, এ ধরনের অন্যান্য আমল এগুলো অবশ্যই জনসম্মুখেই পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ উপদেশ দিয়েছেন কোন ব্যক্তির সুযোগ হলে জনসম্মুখে ভাল কাজ করা উচিত, যাতে অন্যেরা এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে পারে। যেমনঃ জনসম্মুখে ঐ ধরনের সদ্কা করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যার মাধ্যমে অন্যেরা সদ্কা করার প্রতি উৎসাহিত হবে। তবে জনসম্মুখে সদকা করার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে যে, তা যেন অবশ্যই রিয়ামুক্ত হয়।

যদি কেউ ইচ্ছা করে নফল ইবাদত যেমনঃ কোরআন তেলওয়াত করা, সদকা করা প্রভৃতি গোপনে করে, তাহলে এতে কোন ক্ষতিকর দিক তো নেই-ই বরং এ ধরনের আমল করা আরও উত্তম।

শয়তানের একটি ফাদ হল, সে আল্লাহ ভীরু কিছু লোকদেরকে ওয়াস-ওয়াসা দেয়, তারা যেন মানুষকে (আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত অর্থাৎ) দ্বীনের ইলম শিক্ষা না দেয়। এই আশংকায় যে, তারা রিয়ায় পতিত হয়ে যেতে পারে। তাদের এই কাজের মাধ্যমে যে তারা গুণাহ-এ লিপ্ত হচ্ছে তারা তা উপলব্ধিও করতে পারে না। কারণ এটি হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে একটি আবশ্যক দায়িত্ব যা তাদেরকে নেয়ামত হিসাবে দেয়া হয়েছে।

ইবন আল-জাওযী (রহঃ) বলেছেন, "...... এটি হতে পারে যে, শয়তান একজন প্রতীভশীল বক্তাকে এই বলে দ্বিধাগ্রস্থ করে- 'তোমার ভাল আলোচনা করার যোগ্যতা নেই' (যাতে করে সে তার বক্তৃতা দেয়া ছেড়ে দেয় এই ভেবে যে, তার যোগ্যতায় ঘাটতি রয়েছে)।" শয়তান তার উপর সফলতা পায় তার মুখ বন্ধ করার মাধ্যমে। ঠিক একইভাবে শয়তানের প্রবঞ্চনার অন্য আরেকটি কৌশল হল যার মাধ্যমে সে ভাল আমলকে বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করে এই ওয়াস-ওয়াসা দিয়ে যে, 'তুমি ঐ বিষয়েরই আদেশ করবে যা তুমি নিজে কর এবং এর মধ্যে প্রশান্তি খোজ। সম্ভবত তোমার আমলে রিয়া ঢুকে গেছে, এজন্য এটি তোমার জন্য নিরাপদ যে তুমি এ (বক্তৃতা) থেকে দূরে থাক এবং একা অবস্থান কর। এভাবেই শয়তান একজন ব্যক্তির মাধ্যমে ভাল কাজ করার এবং মানুষকে এর থেকে উপকার দেয়ার দরজা বন্ধ করে দেয়।

একজন সত্যিকার ঈমানদারের পক্ষে যত ভাল আমল করা সম্ভব হয়, ততটুকু করে যাওয়া উচিত এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই এই আমলগুলো করতে হবে। তাকে প্রার্থনা করা উচিত আল্লাহ তা'আলার নিকট যাতে রিয়া থেকে সে বাঁচতে পারে এবং নির্ভর করা উচিত শুধু তাঁরই উপর। ভাল আমল করা এবং রিয়ার ভয়াবহতা

থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি শিখতে পারবে কিভাবে রিয়াকে প্রতিহত করা যায়। ভাল কাজ পরিহারের মাধ্যমে সে শুধু নিজেকে রহমত থেকেই বঞ্চিত করবে না বরং সে তার ভাল আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। পরিশেষে, ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"হাদীসটি লিতে হবে"

সন্যাসবাদ ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ, এটি ভাল আমল এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য একটি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে এবং মনে করা হয়- মানুষের কোলাহল থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে রিয়া থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। (ইসলামে সমাজ বর্জন করে একাকী জীবন যাপন করা বৈধ নয়)। কিন্তু রিয়াকে বর্জন করতে হলে মানুষের সাথে মেলা-মেশার মাধ্যমে রিয়ার কোন পরিবেশ তৈরী হলে (অর্থাৎ রিয়া হওয়ার আশংকা হলে) রিয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। এটা ঠিক নয় যে কোন ব্যক্তি একাকী জীবন যাপন করতে থাকবে, বরং তার অবশ্যই উচিত সমাজের সবার সাথে সম্পর্ক রাখা । এবং যখন সে তা করবে তখন তার অন্তরের দূর্বলতাগুলো প্রকাশিত হবে। অধিকন্তু একজন ঈমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিজেকে সমাজ থেকে পৃথক করতে পারে না। যেমনভাবে একটি খাটি ধাতুকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গে পোড়ানো মাধ্যমে এর খাদ থেকে পৃথক করা হয়ে থাকে, তেমনিভাবে সত্যিকার ঈমানদার সমাজে মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার পরও নিজেকে রিয়া থেকে মুক্ত রাখে।

২। দুনিয়াবী কোন বিষয়ে লোক দেখানো ঃ

অন্য আরেকটি বিষয় হল, 'রিয়া' শব্দটি মূলত দ্বীনের কোন কাজের অর্থাৎ ইবাদত সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু দুনিয়াবী কোন বিষয়ে (মু'য়ামালাত) লোক দেখানো হলে তা রিয়ার অর্ন্তভূক্ত হবে না। যেমন- কেউ যদি নিজের সম্পদ অথবা দুনিয়াবী কোন কৃতিত্ব দেখানোর চেষ্টা করে। উদাহরণ সরূপ, একজন ব্যক্তি কাউকে তার বাড়ীতে আমন্ত্রন জানায় এ কারনে যে সে যেন তাকে তার সম্পদ দেখাতে পারে, অথবা সে দম্ভ দেখাতে পারে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং এরকম আরো কৃতিত্ব যা সে অর্জন করেছে। এ ধরনের লোক দেখানো কাজ যা রিয়ার অর্ন্তভূক্ত হবে না। তবে একজন ঈমানদারের দ্বারা এ ধরনের কাজ মোটেই মানান সই নয়। এর পরিবর্তে ইসলাম মানুষকে মানবতা ও সরলতার দিকে আহবান করে।

"রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।" (সূরাঃ ফুরকান-৬৩)

লোক দেখানোর ব্যাপারে একটি হাদীস ইবনে উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, যা রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে কেউ পোষাক পরিধান করে (দুনিয়াবী) খ্যাতি অর্জনের জন্য, আল্লাহ তা'আলা বিচার দিবসের দিন তাকে লাঞ্চনার পোষাক পরিধান করাবেন।" (আবু দাউদ)

এই হাদীস থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, এমনকি দুনিয়াবী বিষয়ে লোক দেখানো হল গুণাহ এবং অবশ্যই তা পরিহার করা উচিত। এ ধরনের লোক দেখানো কাজ যদিও ছোট শিরকের অর্ন্তভূক্ত নয়। তা স্বত্ত্বেও এটি হচ্ছে অহংকার ও দম্ভের একটি প্রতীক। এ ধরনের লক্ষণ ঈমানদারদের মধ্যে দেখা যায় না। এছাড়া এ ধরনের লোক দেখানো কাজ তাকে সত্যিকারের রিয়ার দিকে পরিচালিত করে থাকে। যদি একজন ব্যক্তি অভ্যাসগত ভাবে তাকে প্রশংসা ও মুগ্ধ করা পছন্দ করে দুনিয়াবী কোন কাজে, তাহলে একইভাবে এ অভ্যাস দ্বীনের ব্যাপারেও তার অন্তরে উদয় হতে পারে।

৩। ছোট শিরকের আরও কিছু ধরনঃ

রিয়ার পাশাপাশি আরও কিছু ছোট শিরক আছে যা রাসূল (সাঃ) তাঁর হাদীসে বহুবার উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কিছু কাজের কথা উল্লেখ করা হল যা রিয়ার মত ছোট শিরকের পর্যায়ে পড়ে। এর অনুশীলনকারী ইসলামের গণ্ডীসীমা থেকে বের হয়ে যায় না এবং আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করতে পারেন।

(ক) কোন কিছুকে শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে মনে করাঃ

সৃষ্টির কোন কিছুর কাছ থেকে ভাল বা মন্দ জানার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন । ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবরা পাখি অথবা প্রাণীর বিচড়নকে ভবিষ্যতের ভাগ্যের ভাল বা মন্দ লক্ষণ হিসেবে মনে করত এবং এ থেকে তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করত। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি ভ্রমনের জন্য বের হল এবং এ সময় কোন পাখি তার উপর দিয়ে বাম দিকে উড়ে চলে যায় তাহলে সে এটাকে খারাপ ইঙ্গিত মনে করে এবং ভ্রমন ত্যাগ করে

বাড়ি চলে যায়। পাখি থেকে ভাল বা মন্দকে বলা হয় "ত্বাইয়ারা" যার মূল ভার্ব হল "ত্বারা" যার অর্থ উড়ে যাওয়া। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ত্বাইয়ারা (পাখির কাছ থেকে ভাল-মন্দ মনে করা) হল শিরক।

এ ধরনের সকল প্রকারের ভাল-মন্দ নির্নয়ক-ই ছোট শিরকের অর্ন্তুভূক্ত।

(খ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে কসম করাঃ

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করে সে শিরক করল।"

পাশ্চাত্যের মায়ের কবরের নামে কসম করা অথবা অন্য যে কোন সৃষ্টির নামে কসম করা হল এক ধরনের ছোট শিরক। যদি কারোর কসম করতেই হয়, তাহলে সৃষ্টি কর্তার নামে কসম করা উচিত, কোন সৃষ্টির নামে নয়। কুতাইলা বিনত সাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, "কারো কসম করতে হলে কা'বার রবের নামে কসম করা উচিত।"

(গ) সৃষ্টির কোন দূর্যোগ এবং রহমতের ব্যাপারে প্রকৃতিকে সম্পৃক্ত করাঃ

একজনস মুসলিমের অবশ্যই এ বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদের বিশ্বমণ্ডল এবং এর চারপাশের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রন করছেন। যায়িদ বিন খালিদ আল-জুহাইনি (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন। (বুখারী)

অন্য আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে যখন কোন ব্যক্তি বলে, যদি আল্লাহ এবং আপনার সাহায্য না হত তাহলে আমি বাঁচতে পারতাম না। অথবা এ রকম আরো কিছু কথা বলা যা দ্বারা কোন ব্যক্তি সাহায্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমকক্ষ করে আরেক জনের কথা বলে থাকে। এ ধরনের কথাগুলো সঠিকভাবে বলার নিয়ম হল- "যদি আল্লাহ অতঃপর আপনার সাহায্য না হত" এখানে আল্লাহর সাহায্যের সমতুল্য অন্য কোন ব্যক্তি করা হয়নি।

উপসংহার

রিয়া ব্যাধীর একটি সমস্যা হল কোন ব্যক্তি নিজেই তার এ ব্যধীকে অতি সহজে নির্ণয় করতে পারে না। কারণ রিয়াকে খুব সহজে পঞ্চ ইন্দ্রীয় দ্বারা চেনা যায় না, একজন ঈমানদারদের জন্য এটি অধিক বিপদজনক। এর প্রভাব জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে শুরু করে ইবাদতকারী পর্যন্ত সকল মুসলিমের উপর বিস্তৃত এবং খুব অল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহ তা'আলার দয়া এবং রহমতের মাধ্যমে এ থেকে বেঁচে থাকতে পারে ।

তাই সকল মুসলিমেরই উচিত যখন সে কোন ইবাদত করবে, সে যেন নিজেকে কিছু প্রশ্ন করে- "আমি কেন এই কাজটি করছি? এটি কি সত্যি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এবং শুধুমাত্র তাঁরই জন্য? নাকি আমি এটি করছি অন্য কাউকে আকৃষ্ট করার জন্য বা কারো প্রশংসা পাওয়ার জন্য? যদি সে বুঝতে পারে যে তার এই কাজ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য করা হচ্ছে না ; তাহলে তার উচিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যাতে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তার অন্তরে একনিষ্ঠতা তৈরী করে দেন এবং অন্তর থেকে রিয়ার ব্যধীকে দূর করে দেন। তার উচিত নয় শয়তানের অনুসারীদেরকে তার উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ করে দেয়া অথবা রিয়ার ভয়ে ভাল আমলগুলো বর্জন করা।

পরিশেষে আমি একটি রাসূল (সাঃ) এর হাদীস বলব, যে হাদীসটি হল একনিষ্ঠতার রহমতের সারমর্মঃ (তিরমিযী)

এ (আর-রিয়া) বইটি পরিবেশনার মধ্যে যদি কোন ভাল কিছু থাকে তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আর এর মধ্যে যদি কোন ভুল কিছু থাকে তাহলে তা আমার নিজের ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন এবং জান্নাতের মধ্যে দাখিল করান। আমি আল্লাহর কাছে আরও আশ্রয় চাচ্ছি, তিনি যেন আমাদের জানা ও অজানা সকল শিরক থেকে রক্ষা করেন।

পবিত্র আপনার পরওয়ারদেগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র নিমিত্ত। (সূরা সাফ্‌ফাতঃ ১৮০-১৮২)